রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ১৫, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি-১ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ৩০ আশ্বিন ১৪৩১/১৫ অক্টোবর ২০২৪

নং **২৬.০০.০০০০.১০০.২২.০০৯.২৪-১৯৪**—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদসঙ্গে সংযুক্ত রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ অনুমোদন করেছেন। তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। রপ্তানি নীতি ২০২৪-২০২৭ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তানিয়া ইসলাম
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ৭০.০০

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ এবং উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকার রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল (Export-led growth strategy) অনুসরণ করে আসছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের মানদন্ড অর্জনের ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিনিয়োগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ে এই উত্তরণে দেশের রপ্তানি খাতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-এর আওতায় আন্তর্জাতিক বাজারে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত বাজার সুবিধা হারানো বা সীমিত হওয়া। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে অধিকতর প্রতিযোগী মূল্যে মানসম্মত পণ্য ও সেবা উৎপাদন, রপ্তানি পণ্য এবং বাজার বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ অত্যাবশ্যক।

বিশ্ব বাণিজ্য প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর অধীনে প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। গত ২০ মার্চ ২০২৩ "রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি''-এর ১১তম সভায় বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যে চলমান মন্দা এবং ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিদ্যমান রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবর্তনশীল বিশ্ব বাণিজ্য প্রেক্ষাপটে দেশের রপ্তানি খাতকে শক্তিশালী করতে এবং কৌশলগত অংশী দেশসমূহের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে এ রপ্তানি নীতি প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

রপ্তানি নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জন, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সুষ্ঠু ভারসাম্য আনয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য দূরীকরণসহ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা। রপ্তানি সহায়ক পরিবেশের ক্রম উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে অধিকতর গতিশীলতা সৃষ্টি, ব্যবসা বাণিজ্য পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের স্থান সুদৃঢ়করণসহ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে আরো বিস্তৃত করতে রপ্তানি নীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ই-কমার্স ও ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, ব্যবসা পদ্ধতি সহজীকরণ, ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও ২০৪১ সালে উন্নত দেশের স্বীকৃতি অর্জনে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ ও উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি নীতি কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ এ উন্নত সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে। উন্নত, আধুনিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে রপ্তানি বাণিজ্যের ভূমিকা অপরিসীম।

রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭-তে তৈরি পোশাক শিল্প (RMG)-কে শিল্পায়ন, জিডিপি ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মূলভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসাথে এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির কৌশল বাস্তবায়নে শ্রমঘন রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ, বৈচিত্র্যময় কৃষিপণ্য উৎপাদন, কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজ, আধুনিক সেবা খাতকে শক্তিশালীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে RMG-এর পাশাপাশি Non-RMG খাত বিশেষ করে প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, পাট ও পাটজাত এবং ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্যের বিকাশে কতিপয় সুপারিশ সন্নিবেশ করা হয়েছে। এছাড়া, রপ্তানি খাতে বৈচিত্র্যকরণে সেবাখাতের গুরুত্ব বিবেচনায় ICT সার্ভিসেস, সফটওয়্যার, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (BPO), ট্যুরিজম খাত-কে অধিকতর সম্ভাবনাময় সেবা খাত হিসেবে চিহ্নিত এবং এগুলোর বিকাশে প্রায়োগিক সুপারিশ সন্নিবেশ করা হয়েছে। দেশে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি রপ্তানিমুখী কৃষি পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নে মৎস্য ও হিমায়িত মাছ, ফল, শাক-সবজি এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং উদ্ভূত সুবিধা সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে WTO'র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রদত্ত সুবিধা আদায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, রপ্তানি খাতে বিদ্যমান ভর্তুকি/প্রণোদনাসমূহ WTO'র বিধি-বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণে সকল সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান, অগ্রাধিকারমূলক পণ্য ও সেবা খাত চিহ্নিতকরণ এবং বিশেষ নীতি সুবিধা প্রদান, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে সুনির্দিষ্ট নীতি সুপারিশ, কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালনে উৎসাহ প্রদান, রপ্তানি শিল্পের পশ্চাৎ ও অগ্রসংযোগ শিল্প স্থাপনে সহায়তা প্রদান, সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ, আন্তর্জাতিক মেলায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সহজীকরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পরিবেশ তৈরিতে দেশীয় শিল্পকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান পরিহার করা, কর হার যৌক্তিকীকরণ এবং আমদানি করের উপর নির্ভরতা হ্রাসকরণ, বিনিময় হার আরো নমনীয় ও প্রতিযোগিতামূলক করা এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকৃষ্টকরণে বিনিয়োগ পরিবেশ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে। আর্থিক কাঠামো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর নীতি ও কর প্রশাসনে সংস্কার আনয়নের মাধ্যমে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি, আয়কর এবং মূল্য সংযোজন করের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপের পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২০২৪ সালের মধ্যে ৮০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ প্রণীত হয়েছিল। বৃহৎ অর্থনীতির দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও কৌশলগত বিরোধ এবং অর্থনৈতিক মন্দাভাব, কমপ্লায়েন্স ইস্যুতে বৈশ্বিক চাপ সত্ত্বেও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পণ্যখাতে ১০.৫৫% রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। তবে, কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এবং সাপ্লাই চেইনে বিঘ্ন ঘটায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে পণ্যখাতে ঋণাত্মক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত ঘুরে দাঁড়ায় এবং ১৫.১০% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলেও ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ৫.৮% প্রবৃদ্ধি হয়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান শিল্প ও বণিক সমিতি বাণিজ্য-সংগঠন, গবেষণা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, সরকারি বিভাগ ও সংস্থার সাথে দীর্ঘ আলোচনা এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ প্রণীত হয়েছে।

বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ও উন্নয়নে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গ্যাস, বিদ্যুৎ সংযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা সহজীকরণ, এনার্জি ঘাটতি দূরীকরণে স্বল্প/দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, রপ্তানি পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য অত্যাধুনিক পরীক্ষাগার স্থাপন, উন্নত অবকাঠামো/আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা সহায়ক ও ব্যবসা বান্ধব সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়ে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

প্রথম অধ্যায়

১.০ রপ্তানি নীতি (২০২৪-২৭) প্রণয়নের প্রেক্ষাপটসমূহ

১.১ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ:

দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণ ও নীতি কৌশলের সফল বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন সূচকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যা বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক/বৈশ্বিকভাবে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP)-এর ২০১৮ এবং ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত মূল্যায়নে মাথাপিছু জিএনআই (GNI), মানব সম্পদ সূচক (HAI) এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা/ভঙ্গুরতা সূচক (EVI) এ তিনটি মানদন্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের সুপারিশ করা হয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে CDP'র সুপারিশ চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর বাংলাদেশের উত্তরণ কার্যকর হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে এবং অন্যদিকে বিনিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি রপ্তানি ও অর্থনৈতিক খাতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর বাংলাদেশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে শুল্কমুক্ত-কোটামুক্ত (DFQF) সুবিধা হারাবে বিশেষ করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে EBA (Everything But Arms) স্কীম সুবিধা তিরোহিত হবে, যার ফলে গড়ে প্রায় ১০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে এই বাজারে পণ্য রপ্তানি করতে হবে যা অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে। এছাড়া, কঠোর রূলস অব অরিজিন প্রতিপালন, WTO'র বিভিন্ন চুক্তির আওতায় প্রদত্ত Special & Differential (S&D) Treatment সীমিত হওয়া, নোটিফিকেশন সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা, কঠোর কমপ্লায়েন্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রতিপালন, সরকার কর্তৃক রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তা প্রদানে কঠোরতা এবং শ্রম অধিকার সুরক্ষা বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপিত হবে। TRIPS এর আওতায় ফার্মাসিউটিক্যাল এর ক্ষেত্রে পেটেন্ট মওকুফ এবং অন্যান্য পেটেন্ট-সম্পর্কিত নমনীয়তা সংক্রান্ত সুবিধা অব্যাহত থাকবে না। উপরন্তু, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর ডব্লিউটিও এর অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম, প্রযুক্তি ব্যাংক হতে সুবিধা প্রাপ্তি, Enhanced Integrated Framewark (EIF) এ বাংলাদেশের প্রবেশাধিকার সীমিত হয়ে আসবে এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে দীর্ঘ মেয়াদে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা হারাবে। তবে ই.ইউ. জিএসপি রেগুলেশনের বিদ্যমান বিধানমতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ হওয়া যে কোনো দেশ জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ের পর ৩ (তিন) বছরের ট্রানজিশন সুবিধা পাবে। এছাড়া যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ অন্যান্য দেশও উত্তরণ পরবর্তী ট্রানজিশন সুবিধা প্রদান করবে মর্মে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় জানিয়েছে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি জাতীয় স্টীয়ারিং কমিটি এবং ৭ (সাত) টি থিমেটিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান আইন বিধি ও নীতি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। এর আওতায় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সমীক্ষা ও গবেষণা পত্র তৈরি করা হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট সংস্কার বাস্তবায়ন

করা হয়েছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে প্রয়োজনীয় সংস্কার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করার সুবিধার্থে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। একইসাথে বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক নেগোসিয়েশনের উদ্যোগ ও সম্ভাব্য এফটিএ/পিটিএ/সমন্বিত অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তির সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

১.২ কোভিড-১৯ এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ:

কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশে ৮.২৫% হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে যা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে সর্বোচ্চ। একই সময়ে রপ্তানি খাতে ডাবল ডিজিট (১০.৫৫%) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। কোভিড অতিমারী'র প্রভাবে ২০১৯ এর শেষ হতে পরবর্তী সময়ে সাপ্লাই চেইন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা বিঘ্নিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী আমদানি, রপ্তানি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে যার প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও দৃশ্যমান হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে রপ্তানি বাজারসমূহে কঠোর লকডাউন, ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস, ভোগ্য পণ্যের চাহিদা হ্রাস ও ক্রয় আদেশ বাতিল হয়ে যাওয়ায় রপ্তানি খাতে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। সরকার দেশীয় ও রপ্তানিমুখী শিল্পের উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বহুমুখী আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করার ফলে বাংলাদেশের শিল্প খাতসমূহ উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পেরেছে এবং প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে ফিরতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরে তুলনামূলকভাবে ভালো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং রপ্তানিতে ১৫.১০% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। কোভিড ১৯ অতিমারী শেষ হতে না হতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে জ্বালানি, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, খাদ্য দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বিঘ্নিত হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব না হলেও ২০২১-২২ এর তুলনায় ৫.৮% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বৈশ্বিক অর্থনীতির অস্থিতিশীল প্রেক্ষাপটের সমাপ্তি কবে হবে তা নির্ধারণ করা কঠিন বিধায় উৎপাদন ও রপ্তানি ব্যবস্থাকে আরো প্রতিযোগী করতে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এ প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

১.৩ দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত রূপকল্প:

কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন উত্তর চ্যালেঞ্জসমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ এ বাংলাদেশ-কে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ প্রণয়ন এর জন্য রপ্তানি পণ্য ও সেবা বহুমুখীকরণ, বাজার সম্প্রসারণ, সকল রপ্তানি খাতে সুষম নীতি সুবিধা প্রদান, সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো, শিল্প উৎপাদনমুখী রপ্তানিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১.৪ চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR), দক্ষতা উন্নয়ন ও মেধাস্বত্ব অধিকার সংরক্ষণ:

ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে এবং সামাজিক যোগাযোগ প্লাটফর্ম ও ই-কমার্স এর আবির্ভাব ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। সম্প্রতি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), রোবোটিক্স, ইন্টারনেট অফ থিংকস (IoT), Big Data, 3D প্রিন্টিং, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তি সহজলভ্য হওয়ায় বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থাকে অত্যন্ত গতিশীল ও আধুনিক করে তুলেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) স্বল্প-দক্ষ কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত প্রচলিত কাজসমূহ প্রতিস্থাপন করবে। ফলস্বরূপ অনেক দেশের ন্যায় বাংলাদেশও স্বল্প-দক্ষ শ্রম-নিবিড় উৎপাদন প্রক্রিয়ার তুলনামূলক সুবিধা হারাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে শ্রমনির্ভর খাতে কর্মসংস্থান হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। প্রস্তুতি হিসেবে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি আইটি এবং আইটি-এনাবল সার্ভিসেস খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। উদ্ভাবন-কে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা প্রদানে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি হস্তান্তরে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে মেধাস্বত্ব অধিকার সুরক্ষায় উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

১.৫ অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই) উদ্যোক্তাদের সহায়তা:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এমএসএমই) গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। এসএমই শ্রম নিবিড়, স্বল্প পুঁজি নির্ভর এবং উৎপাদন সময়কাল কম হওয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান (এমএসএমই) প্রণিধানযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও এসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত সুরক্ষার মাধ্যমে সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২-তে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতকে শিল্প উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং একই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "হালকা প্রকৌশল শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা ২০২২" প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের ও বৈশ্বিক বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা দলিলে প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে এসএমই খাতের উন্নয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.৬ রপ্তানি খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি:

বাণিজ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং নারীদের জন্য বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক নীতি সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বন্ধক ছাড়া ঋণ সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান, নারী উদ্যোক্তা ও পরিবেশবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা বাঞ্চনীয়। নারী উদ্যোক্তাদের লাইসেন্স, সার্টিফিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম খরচ হওয়া প্রয়োজন। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় খুবই অপ্রতুল হওয়ায় তাদের কাঙ্খিত দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। রপ্তানিমুখী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাপ্লাই চেইনে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যাতে Backward Linkage হিসেবে কাজ করতে পারে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১.৭ পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) কৌশল গ্রহণ:

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব বর্তমানে অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশী এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবেচনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, খাদ্য নিরাপত্তা সংকট, বাস্তুসংস্থানের চক্র বিনষ্ট, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ওজোনস্তরের ক্ষয় ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রভাব। তাই, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব মোকাবেলা ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনসহ শিল্প কারখানার গ্রীন হাউস নিঃসরণের মাত্রা হ্রাস, পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার এবং জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ক্ষমতা সম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদানের জন্য রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭-তে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তৈরি পোশাক শিল্প খাতে ইনপুট ব্যবহারে স্থানীয় দক্ষতা এবং যথাযথ বিজনেস মডেলের অভাবে প্রতিবছর টেক্সটাইল blended cotton এর অপচয় হয় যা অর্থনৈতিক ক্ষতিসহ পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলছে। উপরন্তু ইউরোপ ও আমেরিকাসহ আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের চাহিদা অনুসারে ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে এ খাতে টেকসই প্রযুক্তি প্রয়োগের অংশ হিসেবে উৎপাদন চক্রে সার্কুলারিটি নীতি প্রয়োগ বাড়াতে হবে। তাই সার্কুলার ইকোনোমি সংক্রান্ত নীতি পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের উদ্বুদ্ধ ও প্রয়োজনীয় কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করা হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিরোনাম, প্রণয়নের ক্ষমতা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল

২.০ **শিরোনাম:** এ নীতি রপ্তানি নীতি [২০২৪-২৭] নামে অভিহিত হবে।

২.১ প্রণয়নের ক্ষমতা: আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৫০ এর ৩(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার সময়ে সময়ে নীতি প্রণয়নের ধারাবাহিকতায় রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ **জারি করবে।**

২.২ **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (**Objectives**):**

২.২.১ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার এবং উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনার পরিবর্তে বিকল্প সহায়তা প্রদানের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা;

২.২.২ রপ্তানি বাণিজ্যে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহতকরণপূর্বক ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণতকরণ;

২.২.৩ পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণসহ Global Value Chain দৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ সহায়তা চিহ্নিতকরণ;

২.২.৪ সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে বাণিজ্য ব্যবস্থার (Trade Regime) সক্ষমতা বৃদ্ধি, যুগোপযোগী ও উদারীকরণ করা; বৃহৎ অর্থনীতির দেশ/অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহের দ্বি-পাক্ষিক/ বহুপাক্ষিক চুক্তি/মুক্তবাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনপূর্বক দীর্ঘমেয়াদি, স্থিতিশীল বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন;

২.২.৫ ২০২৪-২৭ মেয়াদে বাংলাদেশের রপ্তানি আয় ১১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক বাণিজ্য পরিবেশ সৃষ্টি ও সহজীকরণ;

২.২.৬ শিল্প খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি;

২.২.৭ কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মান উন্নয়ন;

২.২.৮ রপ্তানি পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, মান যাচাই ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ, স্ট্যান্ডার্ড ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নত, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী গুনগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি বিধানের সাথে সংগতি রেখে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ;

২.২.৯ রপ্তানিতে ICT সহ সেবা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান, ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর কৌশল গ্রহণ করে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও গতিশীলতা আনয়ন;

২.২.১০ রপ্তানিমুখী শিল্প ও বাণিজ্যে নারী, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি;

২.২.১১ রপ্তানিমুখী শিল্পে টেকসই বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২.২.১২ রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়নের নীতি-কৌশল গ্রহণে উৎসাহিতকরণ;

২.২.১৩ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ অন্যান্য স্মার্ট কৃষি ও অগ্রসরমান কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ এর উদ্যোগ গ্রহণ।

২.৩ বাস্তবায়ন কৌশল (Implementation Strategy):

২.৩.১ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে দারিদ্রমুক্ত, উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য এর সঠিক বাস্তবায়ন অনস্বীকার্য। এজন্য জাতীয় পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে রপ্তানি নীতিতে বিধৃত নির্দেশনা ও কৌশল যথাযথভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পরিবীক্ষণের পাশাপাশি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা সময়ে সময়ে তদারকি করা প্রয়োজন হবে। উপরন্তু, অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক অভিঘাতের ফলে বিশ্ব বাণিজ্য ও দেশের রপ্তানি খাতে সৃষ্ট যে কোনো নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সময় উপযোগী নীতি গ্রহণ ও নীতি সমন্বয়ের প্রয়োজন।

২.৩.২ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর রপ্তানি খাতের চলমান প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে হলে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়েছে যার আওতায় সুনির্দিষ্ট থিমেটিক এরিয়ার ভিত্তিতে ৬ (ছয়) টি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ের এসব সাবকমিটি ইস্যুভিত্তিক গবেষণা ও স্টাডি পরিচালনা করে সরকারের নিকট সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা সুপারিশ করেছে। রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর সফল বাস্তবায়ন অনেকাংশেই এই কর্মপরিকল্পনার কতিপয় সুপারিশ আশু বাস্তবায়নের উপর নির্ভরশীল।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি নির্ধারণী ফোরামে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত দেশসমুহের পক্ষ থেকে কয়েক বছরের জন্য ট্রানজিশন সময় বিষয়ে কৌশলগত নেগোসিয়েশন অব্যাহত রাখতে হবে। একইসাথে বাংলাদেশের বৃহৎ বাণিজ্য অংশীদেশ ও অঞ্চলসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের জন্য দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনা সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে। বিবেচ্য নীতিতে সরকারি দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি বিশেষ করে ব্যবসায়ী সংগঠনের জন্য অবহিতকরণ কর্মসূচি ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের সাথে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশের স্বার্থ সুরক্ষার প্রয়োজনে রপ্তানিমুখী পণ্য ও সেবার বৈচিত্র্যকরণ নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ যেমন ট্যারিফ সুবিধা ও অ-আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা হবে। WTO-এর বিধি বিধান এর মধ্য থেকে রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্য আর্থিক প্রণোদনার বিকল্প পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২.৩.৩ বিশ্ব বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি বিবেচনায় রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপে গঠিত “রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি” বছরে এক বা একাধিকবার সভা করতে পারে:

১.	মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা/প্রধানমন্ত্রী/সরকার প্রধান	সভাপতি
২.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	সহ-সভাপতি
৩.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৯.	সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়	সদস্য
১০.	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	সদস্য
১১.	সচিব/সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২.	সচিব/সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩.	সচিব/সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪.	সচিব/সিনিয়র সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫.	সচিব/সিনিয়র সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৬.	সচিব/সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৭.	সচিব/সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৮.	ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা	সদস্য
১৯.	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	সদস্য
২০.	সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা	সদস্য
২১.	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), ঢাকা	সদস্য
২২.	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), ঢাকা	সদস্য

২৩.	প্রেসিডেন্ট, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য
২৪.	সভাপতি, বাংলাদেশ হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বাংলা ক্রাফট), ঢাকা	সদস্য
২৫.	সভাপতি, বাংলাদেশ জুট গুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য
২৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), ঢাকা	সদস্য
২৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা	সদস্য

রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির কার্যপরিধি:

১. দেশের সার্বিক রপ্তানি পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

২. টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে রপ্তানি পদ্ধতি, রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান ও রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩. রপ্তানি ক্ষেত্রে বিরাজমান/উদ্ভূত সমস্যাদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৪. রপ্তানির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা;

৫. এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় বিষয়াদি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং

৬. কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৪ রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য নিম্নরূপ “রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ” কমিটি বছরে অন্তত দুইবার বা প্রয়োজনে ততোধিকবার সভা করতে পারে:

১.	মাননীয় উপদেষ্টা/মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	সচিব/সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	সচিব/সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৪.	সচিব/সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	সচিব/সিনিয়র সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	সচিব/সিনিয়র সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	সচিব/সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য

৮.	সচিব/সিনিয়র সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা	সদস্য
১০.	সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা	সদস্য
১১.	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), ঢাকা	সদস্য
১২.	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), ঢাকা	সদস্য
১৩.	প্রেসিডেন্ট, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির কার্যপরিধি:

১. "রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি" কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২. "রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির" কর্তৃক প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ/ সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৩. রপ্তানি বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা, বাণিজ্য সংগঠন এবং চেম্বার এর সাথে সমন্বয়পূর্বক রপ্তানি সংক্রান্ত বিষয়াদি পর্যালোচনা সমাধানকল্পে সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৪. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সহায়তা ও রপ্তানি নির্ভর শিল্পখাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ/সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৫. রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

৬. কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৫ "রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি" এবং "রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ" কমিটির নির্দেশনা বাস্তবায়ন এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নরূপ "রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটি" নিয়মিতভাবে প্রয়োজনের নিরিখে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বা প্রয়োজনে ততোধিকবার সভা করতে পারে:

১.	অতিরিক্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	প্রতিনিধি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	সদস্য

৫.	প্রতিনিধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা	সদস্য
৯.	সভাপতি, এফবিসিসিআই, ঢাকা	সদস্য
১০.	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ), ঢাকা	সদস্য
১১.	সভাপতি, বাংলাদেশ নীটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ), ঢাকা	সদস্য
১২.	প্রেসিডেন্ট, লেদারগুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	সদস্য

রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির কার্যপরিধি:

১. রপ্তানি বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি নীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন;

২. রপ্তানি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;

৩. রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং উচ্চ মূল্য সংযোজিত রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি খাতের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪. রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশের সাথে Mutual Recognition Agreement (MRA) সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

৫. পণ্য পরিচিতি ও নতুন বাজার অন্বেষণ উদ্যোগের আওতায় বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক মেলায় কার্যকরভাবে যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকদেরকে সহায়তা প্রদান। বিদ্যমান রপ্তানি বাজারসমূহে প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারে বাণিজ্য প্রতিনিধি বিনিময়, ঐ সকল দেশের বাণিজ্য সংগঠন ও চেম্বারের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর এবং সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ;

৬. রপ্তানি বাজারসমূহের কমপ্লায়েন্স,স্ট্যান্ডার্ড ও প্রযুক্তি, সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্য, ডকুমেন্টস ও আইনগত চাহিদা, শুল্ক-অশুল্ক কাঠামো, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপূর্বক তৎসম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশ ট্রেড পোর্টাল, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং ওয়ার্কশপ/সেমিনারের মাধ্যমে বাংলাদেশি রপ্তানিকারক, বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠনকে সরবরাহ করার লক্ষ্যে কার্যকর Market Intelligence ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;

৭. গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে দৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে Intermediate Goods উৎপাদন ও রপ্তানিতে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান এবং এ খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে কর্মকৌশল প্রণয়ন;

৮. কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

২.৩.৬ স্বল্পোন্নত দেশ হতে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো বা সীমিত হয়ে আসার বাস্তবতাকে সামনে রেখে কার্যক্রম গ্রহণ;

ক) সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ), কম্প্রেহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশীপ চুক্তি (সেপা) এবং ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (টিফা) এর ন্যায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(খ) আঞ্চলিক বাণিজ্য জোটে যোগদানের লক্ষ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক নেগোশিয়েশন অব্যাহত রাখা;

(গ) ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশসমূহে শুল্ক সুবিধা অব্যাহত রাখতে কার্যক্রম গ্রহণ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে নেগোসিয়েশন অব্যাহত রাখা;

(ঘ) এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তী প্রেক্ষাপটে রপ্তানি ও অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে এলডিসি হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ একটি যুক্তিসংগত সময় পর্যন্ত বহাল রাখতে ডব্লিউটিও'র বিভিন্ন ফোরামে সমর্থন আদায়ে কার্যক্রম গ্রহণ।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রয়োগ ও পরিধি

৩.১ প্রয়োগ ও পরিধি:

৩.১.১ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে বাংলাদেশ হতে সকল ধরনের পণ্য ও সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ প্রযোজ্য হবে;

৩.১.২ রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ প্রকাশের দিন হতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে পরবর্তী রপ্তানি নীতি জারি না হওয়া পর্যন্ত এ রপ্তানি নীতি কার্যকর থাকবে;

৩.১.৩ বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এবং বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এর আওতাধীন ছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য সকল এলাকায় এ নীতি প্রযোজ্য হবে;

৩.১.৪ শুল্ক ও কর সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে জাতীয় বাজেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত বিধি-বিধান/প্রজ্ঞাপন/এসআরও প্রাধান্য পাবে;

৩.১.৫ অন্য কোনো সরকারি আদেশে রপ্তানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত জারি করা হলে তা যদি এ রপ্তানি নীতির কোনো বিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ হয়, তবে উক্ত সরকারি আদেশ রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর উপর প্রাধান্য পাবে।

৩.২ নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/সংযোজন করার ক্ষমতা:

৩.২.১ সরকার বিশেষ প্রয়োজনে ও পরিস্থিতি বিবেচনার প্রেক্ষিতে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট খাতের অংশীজনদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নীতির যে কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করতে পারবে।

চতুর্থ অধ্যায়

সংজ্ঞা

৪.০ সংজ্ঞা:

(১) "অন্ত্রাপো বাণিজ্য" অর্থ এইরূপ বাণিজ্য যে ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোনো পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোনো প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্যের আমদানি মূল্যের অন্যূন ৫% এর অধিক মূল্যে বন্দর সীমানার বাইরে আনয়ন ব্যতিরেকে তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানি করা হয়, তবে অন্য কোনো বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে পরিবহন করা যাবে;

(২) "অন্ত্রাপোর আওতায় আমদানি মূল্য" অর্থ বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষিত সিএফআর (Cost and Freight) মূল্য;

(৩) "আইন" অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950;

(৪) "আমদানি" অর্থ—

(ক) পণ্যের ক্ষেত্রে,

সমুদ্র/স্থল/আকাশ পথে বা ইলেকট্রনিক বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন পণ্য আনয়নকে বুঝাবে;

(খ) সেবার ক্ষেত্রে–

(এ) অন্য কোনো দেশের ভূখন্ড হতে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সেবা সরবরাহ;

(বি) বাংলাদেশের কোনো সেবা গ্রহীতা কর্তৃক অন্য দেশের ভূখণ্ডে সেবা গ্রহণ;

(সি) অন্য কোনো দেশের সেবা সরবরাহকারীর দ্বারা, বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বাণিজ্যিক উপস্থিতির (Commercial Presence) মাধ্যমে সেবা সরবরাহ;

(ডি) বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অন্য কোনো দেশের কোনো ব্যক্তির উপিস্থিতির (Presence of Natural Person) মাধ্যমে সেবা সরবরাহ।

(৫) "আমদানিকারক" অর্থ এইরূপ প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের শাখা, সংস্থা, সংগঠন বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত দল যে বা যারা আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ ২০২৩ এর অধীনে আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত;

(৬) "আমদানি মূল্য" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আমদানিকৃত বা অন্ত্রাপো বাণিজ্য বা পুনঃরপ্তানির জন্য আনীত কোনো পণ্য বা সেবার শুল্কায়নের পূর্বে শুল্ক কর্মকর্তা কর্তৃক নিরূপিত সিএফআর (Cost and Freight) মূল্য;

(৭) "ই-কমার্স" বা "Electronic Commerce" অর্থ ইন্টারনেটের মাধ্যমে বা ইন্টারনেট মাধ্যমে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক প্লাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা, ডিজিটাল পণ্য ও সেবা ক্রয় বিক্রয় কার্যক্রম;

(৮) "এলসি" বা "Letter of Credit" অর্থ আমদানির উদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ঋণপত্র বা Letter of Credit;

(৯) "গিফট পার্সেল" অর্থ বিমানযোগে, ডাকযোগে বা কুরিয়ার সার্ভিসে প্রেরিত কোনো উপহার সামগ্রী;

(১০) "নিষিদ্ধ পণ্য" অর্থ পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য;

(১১) "নিয়ন্ত্রিত পণ্য" অর্থ পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত রপ্তানি নিয়ন্ত্রিত পণ্য;

(১২) "নীতি" অর্থ রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭;

(১৩) "নমুনা" বা "Sample" অর্থ সহজে শনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ/সংখ্যক পণ্য যা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য নয় (not for commercial use);

(১৪) "পণ্য" অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর First Schedule এ বর্ণিত কোন পণ্য;

(১৫) "পুনঃরপ্তানি" অর্থ—

(ক) রপ্তানিকৃত পণ্য গুণগতমান বা পরিমাণে গরমিল বা অন্য কোনো কারণে দেশে ফেরৎ আসলে তা স্থানীয়ভাবে পুণঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগতমান বা আকৃতির যে কোনো একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সাথে ন্যূনতম ১০% মূল্য সংযোজনপূর্বক বা ব্যতিরেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় রপ্তানি করা;

(খ) বিদেশি প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট বা প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য আমদানি নীতি আদেশ-এ উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানির যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করার পর পুনরায় তাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানির নিকট ফেরৎ পাঠানো;

(গ) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথবা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে কোনো সরঞ্জাম বা সামগ্রী আমদানি করার পর সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন অথবা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন মেটানোর পর সংশ্লিষ্ট দেশে ফেরৎ পাঠানো;

(১৬) "পুনঃরপ্তানির আওতায় আমদানি মূল্য" অর্থ সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির সময়ে জারীকৃত প্রফরমা ইনভয়েসে প্রদর্শিত পণ্যের এফওবি (Free on Board) বা সিএফআর (Cost and Freight) মূল্য;

(১৭) "প্রধান নিয়ন্ত্রক" অর্থ Imports and Exports (Control), Act এর Section 2 (a) এ সংজ্ঞায়িত Chief Controller;

(১৮) "পারমিট" অর্থ আমদানি বা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র, আমদানি পারমিট, ক্লিয়ারেন্স পারমিট (ছাড়পত্র), ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট বা ক্ষেত্রমত, রপ্তানি তথা আমদানি পারমিট, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ নীতির আওতায় পোষক কর্তৃপক্ষ (Host Organization) কর্তৃক ইস্যুকৃত পারমিট;

(১৯) "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানি। প্রচ্ছন্ন রপ্তানি অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:—

ক. বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোনো পণ্য বা সেবার উপকরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;

খ. কোনো আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

গ. স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

(২০) "প্রাণিজাত পণ্য" অর্থ পশু বা পশুর মৃতদেহ হতে, আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহীত বা প্রস্তুতকৃত যেকোনো পণ্য এবং পশুর মাংস, রক্ত, হাড়, মজ্জা, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য, ডিম, চর্বি, পশু হতে উৎপাদিত খাদ্য সামগ্রী, বীর্য, ভ্রূণ, শিরা-উপশিরা, লোম, চামড়া, নাড়ি-ভুঁড়ি এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত পশু দেহের অন্য যেকোনো অংশ বা অন্য যে কোনো পশুজাত পণ্য;

(২১) মৎস্যজাত পণ্য: 'মৎস্য' অর্থ কোমল ও কঠিন অস্থিবিশিষ্ট মৎস্য (Cartilaginous and Bony Fishes), স্বাদু ও লবণাক্ত পানির চিংড়ি (Prawn and Shrimp), উভচর জলজ প্রাণী (Amphibians), কচ্ছপ, কুমির (Crocodile), কাঁকড়া জাতীয় (Crustacean), শামুক অথবা ঝিনুক জাতীয় জলজ প্রাণী (Molluscs), সিলেনটারেটস (Coelenterates), একাইনোডার্ম (Echinoderms), ব্যাঙ (Frog) এবং উল্লিখিত জলজ প্রাণী অথবা প্রাণীসমূহের জীবন্ত কোষ ও জীবনচক্রের যে কোনো ধাপ এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত অন্য কোনো জলজ প্রাণী। 'মৎস্যপণ্য' অর্থ মৎস্য হতে উৎপন্ন পণ্য অথবা প্রক্রিয়াজাত মৎস্য (Processed fish) অথবা উপজাত পণ্য (By product);

(২২) "প্রতিবাণিজ্য বা Counter Trade" অর্থ বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সমন্বয় কিংবা বাংলাদেশ হতে রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য দ্বারা বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সমন্বয় ব্যবস্থা;

(২৩) "বৈদেশিক মুদ্রা" বলতে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এ সংজ্ঞায়িত মুদ্রা;

(২৪) "বাইয়িং কন্ট্রাক্ট" অর্থ কোনো পণ্য রপ্তানির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারক ও আমদানিকারকের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি;

(২৫) "বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত" অর্থ যে সকল পণ্যের রপ্তানি সম্ভবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয়;

(২৬) "মার্চেন্টিং ট্রেড" অর্থ ভিন্ন একটি দেশ হতে পণ্য/সেবা সংগ্রহ এবং উক্ত দেশ হতে পণ্য চালান/সেবা সরাসরি তৃতীয় কোনো দেশের ক্রেতার নিকট সরবরাহ করা;

(২৭) "রপ্তানি" অর্থ—

(ক) পণ্যের ক্ষেত্রে, সমুদ্র/স্থল/আকাশ পথে বা ইলেকট্রনিক বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরণ;

(খ) সেবার ক্ষেত্রে—

(এ) বাংলাদেশের ভূখন্ড হতে অন্য কোনো দেশের ভূখণ্ডে সেবা সরবরাহ;

(বি) অন্য কোনো দেশের সেবা গ্রহীতার নিকট বাংলাদেশের ভূখন্ড হতে সেবা সরবরাহ;

(সি) বাংলাদেশের কোনো সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য কোন দেশে বাণিজ্যিক উপস্থিতির (Commercial Presence) মাধ্যমে সেবা সরবরাহ;

(ডি) বাংলাদেশের কোনো সেবা সরবরাহকারী কর্তৃক অন্য দেশে ব্যক্তিগত উপিস্থিতির (Presence of Natural Person) মাধ্যমে সেবা সরবরাহ;

(গ) দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবা;

(২৮) "রপ্তানিকারক" অর্থ এইরূপ প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের শাখা, সংস্থা, সংগঠন বা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত দল যে বা যারা আমদানিকারক, রপ্তানিকারক ও ইন্ডেন্টর (নিবন্ধন) আদেশ ২০২৩ এর অধীনে রপ্তানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত;

(২৯) "সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত" অর্থ সে সকল খাত যেখানে রপ্তানির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে, অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব;

(৩০) "সেবা" অর্থ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর অধীন General Agreement on Trade in Services চুক্তিতে বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যে কোনো সেবা;

(৩১) "সার্কুলার ইকোনমি" অর্থ ভূগর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ সম্পদ আহরণের পরিমাণ হ্রাস, সম্পদ অপচয় ও বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস এবং গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনের পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্যে একটি শিল্প উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে উপকরণসমূহের ব্যবহার হ্রাস (Reduce), পুনঃব্যবহার (Reuse) এবং ব্যবহৃত পণ্য বা উপকরণসমূহের পুনর্ব্যবহার (Recycle) এর নীতি অবলম্বন;

(৩২) "সুগন্ধি চাল" অর্থ কালজিরা, কালজিরা টিপিএল-৬২, চিনিগুড়া, চিনি আতপ, চিনিকানাই, বাদশাভোগ, কাটারীভোগ, মদনভোগ, রাধুনীপাগল, বাঁশফুল, জটাবাঁশফুল, বিন্নাফুল, তুলশীমালা, তুলশী আতপ, তুলশীমনি, মধুমালা, খোরমা, সাককুরখোরমা, নুনিয়া, পশুশাইল, দুর্বাশাইল, বেগুনবিচি, কালপাখরী, পুনিয়া, কামিনীসুর, কৃষ্নাভোগ, গোবিন্দভোগ, শিরাভোগ, চিনিশাইল, সাদাগুড়া, মধুমাধব, দুধশাইল, বিআর-৫ (দুলাভোগ), ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৩৭, ব্রিধান-৩৮, ব্রিধান-৫০, ব্রিধান-৭০, ব্রিধান-৮০, ব্রিধান-১০৪, বিনা ধান-৯, বিনা ধান-১৩ ও বিইউ সুগন্ধি হাইব্রিড ধান-১ অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে "সুগন্ধি চাল" হিসেবে ঘোষিত অন্য যে কোনো চাল এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(৩৩) "সেল কন্ট্রাক্ট" অর্থ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এরূপ একটি চুক্তি যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা কোনো একটি নির্দিষ্ট দামে ও পদ্ধতিতে কোনো পণ্য বা সেবা যথাক্রমে ক্রয় ও বিক্রয় করতে সম্মত হয়;

(৩৪) "হালকা প্রকৌশল পণ্য" অর্থ রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক হালকা প্রকৌশল পণ্য হিসেবে সুপারিশকৃত পণ্য।

পঞ্চম অধ্যায়

রপ্তানির সাধারণ বিধানাবলি

৫.০ পণ্য রপ্তানিতে প্রতিপালনীয় বিধি-বিধান:

বাংলাদেশ হতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে নীতিতে বর্ণিত অথবা এতদ্বিষয়ক অন্য কোন আইনে বর্ণিত শর্তাবলি, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি পালন এবং এর আওতায় নির্ধারিত দলিলাদি দাখিল।

৫.১ **রপ্তানিযোগ্য পণ্য**-ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে, পরিশিষ্ট-১ এ উল্লিখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য এবং পরিশিষ্ট-২ এ উল্লিখিত কতিপয় বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানির কথা বলা হয়েছে সে সকল পণ্য ব্যতীত অন্যান্য পণ্য অবাধে রপ্তানিযোগ্য হবে।

৫.২ রপ্তানি প্রক্রিয়ার ধাপ:

ধাপ-১: আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর (CCI&E) থেকে এক্সপোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ERC) সংগ্রহ;

ধাপ-২: রপ্তানি বাজার বিশ্লেষণপূর্বক পণ্য/সেবা নির্বাচন;

ধাপ-৩: ক্রেতা/আমদানিকারকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী নমুনা তৈরী;

ধাপ-৪: মূল্য বিশ্লেষণ, নেগোসিয়েশন; অর্ডার নিশ্চিতকরণ এবং ক্রেতার সাথে বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষর;

ধাপ-৫: ক্রেতা বিক্রেতার চুক্তি/ ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত Letter of Credit গ্রহণ;

ধাপ-৬: রপ্তানি সংক্রান্ত অর্থায়নের জন্য অনুমোদিত ব্যাংকের সাথে আলোচনা;

ধাপ-৭: কাঁচামাল সোর্সিং এবং পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন;

ধাপ-৮: ক্রেতা এবং আমদানিকারক দেশের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রন, নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সনদ যেমন প্রি-শিপমেন্ট পরিদর্শন, স্বাস্থ্য, স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারি, কোয়ারেন্টাইন, ভেটেনারি, রেডিয়েশন সনদ। অগ্রাধিকারমূলক ট্যারিফ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হতে Country of Origin ও Rules of Origin সনদ সংগ্রহ;

ধাপ-৯: ফ্রেট ফরওয়ার্ডিং, শিপিং, ক্লিয়ারিংসহ অন্যান্য পরিবহন এজেন্ট এর সাথে আলোচনা;

ধাপ-১০: রপ্তানি/ শিপিং বিল প্রস্তুত এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে জমা প্রদান;

ধাপ-১১: Free on Board (FoB) এর ভিত্তিতে পণ্য চালান;

ধাপ-১২: ক্রেতার ইস্যুয়িং ব্যাংকে (ক্রেতার ব্যাংক) রপ্তানি নথি প্রেরণ;

ধাপ-১৩: রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসন;

ধাপ-১৪: অনুমোদনকারী ব্যাংক থেকে Profit Realization Certificate (PRC) সংগ্রহ;

৫.৩ পণ্য রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ- এ নীতির অধীনে পণ্যের রপ্তানি নিম্নরূপভাবে পরিচালিত হবে যথা:—

৫.৩.১ **রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য**-ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে, এ নীতিতে উল্লিখিত রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী রপ্তানি করা যাবে না। রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ প্রদত্ত হয়েছে;

৫.৩.২ **শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি**-যে সকল পণ্য কতিপয় শর্ত পালন সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য সে সকল পণ্য উক্ত বিধান পালন সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের তালিকা পরিশিষ্ট-২ এ দেখানো হলো।

৫.৩.৩ **নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে না:**

৫.৩.৩.১ বিদেশগামী জাহাজ, যান অথবা বিমানের ভান্ডার (Store), যন্ত্রপাতি (Equipment) অথবা মেশিনের যন্ত্রাংশ এবং রন্ধনশালার অংশ হিসাবে ঘোষিত পণ্য অথবা নাবিক অথবা উড়োজাহাজ, যান অথবা বিমানের ক্রু ও যাত্রীদের সংগে বহনকৃত ব্যাগেজ।

৫.৩.৩.২ নিম্নোক্ত শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নমুনা **(Sample)** রপ্তানি—

(অ) নিষিদ্ধ তালিকা বহির্ভূত সকল পণ্য;

(আ) এফওবি (Free on Board) মূল্যের ভিত্তিতে প্রতি রপ্তানিকারক কর্তৃক বার্ষিক সর্বাধিক ১০,০০০/- মার্কিন ডলারের পণ্য (ঔষধ ব্যতীত);

(ই) নমুনা হিসাবে বিনা মূল্যে প্রেরিত পণ্য, তবে শর্ত থাকে যে, ঔষধের ক্ষেত্রে:

- (i) রপ্তানি এলসি (Letter of Credit) বা ঋণপত্র ব্যতিরেকে কোনো নিবন্ধিত রপ্তানিকারক, যারা নিবন্ধিত রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সদস্য, বছরে সর্বোচ্চ ৭০,০০০/মার্কিন ডলার; অথবা
- (ii) প্রতি এলসি বা ঋণপত্রের বিপরীতে মোট এলসি/ঋণপত্র মূল্যের ১০% বা সর্বোচ্চ ১৫,০০০/ মার্কিন ডলারের ঔষধ যেটি কম হবে;
- (iii) প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক কেস টু কেস পরীক্ষা করে এ সীমা বৃদ্ধি করতে পারবে।

(ঈ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি সাপেক্ষে ১০০% রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ৩০,০০০.০০ মার্কিন ডলার এবং চামড়া শিল্প কর্তৃক বার্ষিক সর্বোচ্চ ২০,০০০.০০ মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্যের নমুনা;

(উ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন কাস্টমস বন্ড কমিশনারেট হতে বন্ড লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্ডেড হীরা প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান অথবা মূসক (ভ্যাট) কমিশনারেট হতে উৎপাদক হিসাবে মূসক নিবন্ধিত হীরা/হীরা খচিত স্বর্ণলংকার প্রক্রিয়াকারক প্রতিষ্ঠান বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অথবা রপ্তানিবাজার উন্নয়নকল্পে প্রদর্শনীর নিমিত্ত বার্ষিক ৬০,০০০ (ষাট হাজার) মার্কিন ডলার মূল্যের কাট ও পলিশড হীরা এবং হীরা খচিত স্বর্ণলংকার নমুনা হিসেবে প্রেরণ করতে পারবে এবং প্রদর্শনী শেষে তা দেশে ফেরৎ আনতে হবে। তবে প্রদর্শনী শেষে তা বিক্রয় করা হলে বিক্রিত অর্থ বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে প্রত্যাবাসন করতে হবে। প্রত্যাবাসিত অর্থের পরিমাণ নমুনা হিসাবে প্রেরিত মূল্যের কম হতে পারবে না;

(ঊ) প্রমোশনাল মেটেরিয়্যালের (ব্রশিয়ার, পোস্টার, লিফলেট ব্যানার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে যে কোন মূল্য বা ওজন;

(ঋ) ২,০০০/-(দুই হাজার) মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ টাকার উপহার সামগ্রী বা গিফট পার্সেল;

(এ) বাংলাদেশের বাইরে ভ্রমণকারী ব্যক্তির বৈধ (Bonafide) ব্যাগেজ; এবং

(ঐ) সরকার কর্তৃক ত্রাণ সামগ্রী হিসাবে প্রেরিতব্য পণ্যসামগ্রী।

৫.৩.৩ **ঘোষণার অতিরিক্ত নমুনা**: নমুনার সংখ্যা রপ্তানিকারক কর্তৃক ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত সংখ্যক নমুনা রেখে বাকিগুলো প্রেরণের জন্য কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিবে;

৫.৪ (ক) **রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার ক্ষমতা**- উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত কোন নিষিদ্ধ পণ্য রপ্তানির অনুমতি প্রদান করতে পারবে। এছাড়া সরকার বিশেষ বিবেচনায় কোন পণ্য রপ্তানি, রপ্তানি-কাম-আমদানি অথবা পুনঃরপ্তানির অনুমতিপত্র (Authorization) জারি করতে পারবে;

৫.৪ (খ) **রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা**: উপযুক্ত কারণে এবং বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ পণ্যের বাইরেও অন্য কোন পণ্যের রপ্তানি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ করতে পারবে।

৫.৫ **অন্ট্রাপো ও পুনঃরপ্তানি**:

৫.৫.১ "অন্ট্রাপো" বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোন পণ্যের গুণগতমান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোন প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্য মূল্য অন্যূন ৫% এর অধিক মূল্যে তৃতীয় কোন দেশে রপ্তানি করা হয়, যা বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাবে না তবে অন্য কোন বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে এক বন্দর হতে অন্য বন্দরে পণ্য পরিবহন করা যাবে;

৫.৫.২ অন্ট্রাপো বাণিজ্যের লক্ষ্যে আমদানি: আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে প্রদত্ত Import Permit on Returnable Basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় নিশ্চিত চুক্তি/ ঋণপত্রের/ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অন্ট্রাপো বাণিজ্যের নিমিত্ত পণ্য আমদানি করা যাবে এবং উক্তরূপ অন্ট্রাপো আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণায় অন্ট্রাপো বা সাময়িক আমদানি (Temporary Import) কথাটি উল্লেখ থাকতে হবে;

৫.৫.৩ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর একই হলে আমদানিকৃত পণ্য বন্দরের বাইরে এমনকি অফডকসমূহেও নেয়া যাবে না;

৫.৫.৪ আমদানি ও রপ্তানি বন্দর ভিন্ন হলে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা ১০০% ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তরপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করা যাবে;

৫.৫.৫ অন্ট্রাপো'র আওতায় আমদানি মূল্য বলতে বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের ঘোষিত সি.এফ.আর. (Cost and Freight) মূল্যকে বুঝাবে;

৫.৫.৬ "পুনঃরপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পণ্যের গুণগত মান বা আকৃতির যে কোন একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক আমদানিকৃত পণ্যের মূল্যের সাথে ন্যূনতম ১০% মূল্য সংযোজনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পণ্য রপ্তানি করাকে বুঝাবে;

৫.৫.৭ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে ব্যবহার উপযোগী পুরাতন মেশিন রপ্তানির অনুমতি দেওয়া যাবে। আমদানিকৃত মেশিনারিজ/যন্ত্রাংশ আমদানি করতঃ ব্যবহার করার পর পুনরায় রপ্তানি করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে ব্যবহার উপযোগিতা এবং মূল্য নির্ধারণ বিষয় প্রত্যয়নপত্র দাখিল সাপেক্ষে পুনঃ রপ্তানি করা যাবে;

৫.৫.৮ এক্ষেত্রে আমদানি মূল্য বলতে পুনঃরপ্তানির জন্য বাংলাদেশের বন্দরে আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্যকে বুঝাবে;

৫.৫.৯ **রপ্তানিকৃত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বা অন্যান্য কারণে তা ফেরত আসলে বন্দর হতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে:**

(১) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করার পর তা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে ফেরত আসার প্রেক্ষিতে বন্দর হতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খালাস ও পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হবে;

(২) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স বিহীন অথবা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারপূর্বক রপ্তানিকৃত তৈরি পোশাক বা অন্যান্য পণ্য ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে ফেরত আসলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ১(এক) বছরের মধ্যে পুনঃরপ্তানি করার অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে রপ্তানিকৃত পণ্য ফেরত আনা যাবে। তবে, অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী পণ্য পুনঃরপ্তানি করতে ব্যর্থ হলে প্রচলিত মূসক আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মূসক প্রদান সাপেক্ষে মূসক-১১ অনুযায়ী গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ মূসক পরিশোধ সাপেক্ষে (শুধুমাত্র স্থানীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে) স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা যাবে। তবে, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিতে হবে।

৫.৫.১০ **ত্রুটিযুক্ত বা অন্যান্য কারণে ফেরত আসা কাপড় ও অন্যান্য পণ্য পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে:**

১) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করবে;

(২) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকলে Buyer-Seller এর দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে Inventory প্রস্তুতের ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্যের পরিমান নির্দিষ্টকরতঃ তৎবাবদ বৈদেশিক মুদ্রা TT অথবা At Sight LC এর মাধ্যমে অথবা Bank Guarantee এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমাণ পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে শুল্ক কর্তৃপক্ষ তা পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করবে।

৫.৬ ভিন্নরূপ উল্লিখিত না হলে বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে রপ্তানি করা যাবে:

৫.৬.১ ঋণপত্র (এলসি) ছাড়া রপ্তানির সুযোগ: এলসি ছাড়াও বাইয়িং কন্ট্রাক্ট, চুক্তি, পার্চেজ অর্ডার কিংবা এ্যাডভান্সড পেমেন্টের বিপরীতে ব্যাংক হতে Exp (Export Permit) সংগ্রহের ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে; অগ্রিম নগদায়নের ক্ষেত্রে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে সকল প্রকার পণ্য এলসি ছাড়া রপ্তানির অনুমোদন দেয়া যাবে। অগ্রিম নগদায়নের আওতায় TT (Telegraphic Transfer) ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৫.৭ পুনঃ আমদানির জন্য সাময়িক রপ্তানি:

(১) মেশিনারী, ইকুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেইন্যান্স ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে শুল্ক কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করতে হবে। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পোষক মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে দাখিলপূর্বক প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট বা অনুমতি গ্রহণ করতে হবে;

(২) উপর্যুক্ত বিধানাবলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং উক্তরূপ প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে পোষক (Sponsor) কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে;

(৩) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) বা সমজাতীয় মেশিনারীর ক্ষেত্রে টারবাইন উৎপাদনকারী অথবা ওভারহলকারী (Overhauling) প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে শর্ত/ঋণপত্র মোতাবেক টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করে তা প্রতিস্থাপন (Replacement) পূর্বক মেয়াদ উত্তীর্ণ টারবাইন (গিয়ারবক্সসহ বা ছাড়া) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি করার জন্য আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের (সিসিআইএন্ডই) নিকট হতে রপ্তানি-কাম-আমদানি পারমিট গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ওভারহলকারী (Overhauling) প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি মোতাবেক ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ/প্রতিস্থাপন ব্যয় পরিশোধ করতে হবে।

৫.৭.১ আমদানিকৃত পণ্য মেরামত, প্রতিস্থাপন অথবা শুধুমাত্র পুনঃভর্তির (refilling) উদ্দেশ্যে সিলিন্ডার ও আইএসও ট্যাংক সাময়িকভাবে রপ্তানি করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পাদনের পর পণ্য আমদানি করা হবে মর্মে রপ্তানিকালে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট ইন্ডেমনিটি বন্ড (Indemnity Bond) প্রদান করতে হবে।

৫.৭.২ বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী রপ্তানিকৃত পণ্যে ত্রুটি পাওয়া গেলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারককে উক্ত পণ্যের প্রতিস্থাপক পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেয়া হবে। তবে রপ্তানিকারককে নিম্নোক্ত দলিল কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে:

(ক) বিক্রয় চুক্তির কপি;

(খ) ক্রেতার নিকট হতে ত্রুটিযুক্ত পণ্যের বিবরণ সম্বলিত পত্র; এবং

(গ) কাস্টমস্ আইনের আওতায় পূরণীয় অন্য কোন শর্তযুক্ত কাগজপত্রাদি।

৫.৭.৩ **ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো (Frustrated Cargo) পুনঃরপ্তানি**-কাস্টমস্ এ্যাক্ট ১৯৬৯ এর বিধি-বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো পুনঃরপ্তানি করা যাবে। তবে, কোনো পণ্য চালান ফ্রাস্ট্রেটেড কার্গো হিসেবে ঘোষণার এখতিয়ার কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের।

৫.৭.৪ নির্মাণ, প্রকৌশল ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি চুক্তি অনুসারে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত মেশিনারি ও সাজ-সরঞ্জামাদি নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে সাময়িকভাবে রপ্তানি-কাম-আমদানি করতে পারবে:

(ক) কাজ শেষে মেশিনারি ফেরৎ আনবে মর্মে প্রয়োজনীয় ইন্ডেমনিটি বন্ড কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রদান করতে হবে;

(খ) কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট সংশ্লিষ্ট চুক্তি ও এওয়ার্ডের কপি দাখিল করতে হবে।

৫.৭.৫ কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষ অথবা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত Carnet de passege অথবা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিলকৃত উপযুক্ত ইন্ডেমনিটি বন্ডের বিপরীতে পুনঃ আমদানির শর্তে কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যানবাহন সঙ্গে নিতে পারবেন।

৫.৮.১ **মান নিয়ন্ত্রণ সনদ প্রদান:** যে সকল পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক, সে সকল পণ্য রপ্তানিকালে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (Bangladesh Standards And Testing Institution/Department of Fisheries/Department of Agricultural Extension/Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research/Bangladesh Atomic Energy Commission/Department of Livestock Services/Bangladesh Reference Institute for Chemical Measurements/অন্যান্য) কর্তৃক ইস্যুকৃত মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র সংগ্রহপূর্বক কাস্টমস্ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে;

৫.৮.২ **মানসম্মত পরিপালন (Quality Compliance):** Quality Compliance বা মানসম্মত পরিপালন এর ক্ষেত্রে যে সকল পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে Technical Barriers to Trade বা TBT অনুযায়ী মান নিশ্চয়তা প্রদান করতে হয়, সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে মান নিশ্চয়তা প্রদানকারী রপ্তানি পণ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পোষক কর্তৃপক্ষ নির্বাচন করে মান নিশ্চিত করার নিমিত্ত সনদ প্রদানের জন্য Competent Authority নির্ধারণ ও তা notify করতে হবে।

৫.৯ বাণিজ্য বিরোধ (Trade Dispute): রপ্তানির ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত বা সরবরাহের জন্য প্রতিশ্রুত/চুক্তিকৃত কোন পণ্যের বা পরিষেবার গুণগত মান, মূল্য, সরবরাহ, সময়সীমা বা রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে কোন অভিযোগ বা বিরোধ হলে তা নিষ্পত্তির নিমিত্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন একটি হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করবে এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। হ্যান্ডবুক প্রণয়নের ক্ষেত্রে দেশের বিদ্যমান বিধিবিধান ও WTO গাইডলাইন অনুসরন করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রপ্তানি বহুমুখীকরণ

৬.১ পণ্য ও সেবাখাত ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন:

৬.১.১ রপ্তানি বহুমুখীকরণ, পণ্যের মান উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণ, উপযুক্ত প্রযুক্তি আহরণ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন, পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ উদ্যোগে কোম্পানি এ্যাক্ট, ১৯৯৪ এর আওতায় কয়েকটি খাত (পণ্য ও সেবা) ভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিলগুলোর কর্মকান্ড জোরদার ও সুসংহত করা ছাড়াও আরো কাউন্সিল গঠনে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবে পাটজাত পণ্যের জন্য একটি বিশেষ বিজনেস কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

৬.২ পণ্য ও সেবা খাতসমূহের শ্রেণিবিন্যাস:

৬.২.১ উৎপাদন ও সরবরাহ স্তর, রপ্তানি ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় অবদান, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা সর্বোপরি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার সক্ষমতা বিবেচনায় এনে কতিপয় পণ্যকে “সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার খাত” এবং অন্য কতিপয় পণ্যকে “বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক সময় সময় এ তালিকার পরিবর্তন এবং এ সকল পণ্যের রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

৬.৩ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত:

৬.৩.১ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত বলতে সে সকল খাতকে বুঝাবে যেখানে রপ্তানির বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে অথচ বিবিধ কারণে এ সম্ভাবনাকে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, তবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিলে অধিকতর সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। যথা:

(১) অধিকমূল্য সংযোজিত তৈরি পোশাক, ডেনিম;

(২) কৃত্রিম ফাইবার (Man Made Fibre);

(৩) গার্মেন্টস এক্সেসরিজ;

(৪) ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য;

(৫) প্লাষ্টিক পণ্য;

(৬) জুতা (চামড়াজাত, অচামড়াজাত ও সিনথেটিক) এবং চামড়াজাত পণ্য;

(৭) পাট ও পাটজাত পণ্য, বহুমুখী পাটজাত পণ্যসহ;

(৮) কৃষি পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য; ফল, সবজি, কাট ফ্লাওয়ার, ঐতিহ্যবাহী খাদ্যপণ্য;

(৯) লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য (অটো-পার্টস, বাই-সাইকেল ধাতব ও অধাতব পার্টসহ, মটর সাইকেল, ব্যাটারী, ইত্যাদি);

(১০) জাহাজ ও সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলার নির্মাণ;

(১১) ফার্নিচার;

(১২) হোম টেক্সটাইল ও হোম ডেকর, টেরিটাওয়েল;

(১৩) লাগেজ;

(১৪) হস্ত ও কারু পণ্য;

এবং

(১৫) একটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) এবং ল্যাবরেটরী বিকারক (রিয়জেন্ট)।

৬.৪ বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত:

৬.৪.১ যে সকল পণ্যের রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে অথচ পণ্যগুলোর উৎপাদন, সরবরাহ এবং রপ্তানি ভিত্তি সুসংহত নয় সে সকল পণ্যের রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ়করণের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যথা:

(১) ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক পণ্য;

(২) সিরামিক পণ্য;

(৩) মূল্য সংযোজিত হিমায়িত মৎস্য;

(৪) প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং;

(৫) কাটিং ও পোলিশকৃত মসৃন হীরা ও জুয়েলারি;

(৬) পেপার ও পেপার প্রোডাক্টস;

(৭) রাবার ও রাবারজাত পণ্য;

(৮) রেশম সামগ্রী;

(৯) লুঙ্গিসহ তাঁত শিল্পজাত পণ্য;

(১০) ফটোভলটিক মডিউল (সোলার এনার্জি);

(১১) কাজুবাদাম (কাঁচা, প্রক্রিয়াকৃত ও উপজাত);

(১২) জীবন্ত ও প্রক্রিয়াজাত কাঁকড়া;

(১৩) খেলনা;

(১৪) আগর;

(১৫) হালাল ফ্যাশন (হিজাব, বোরকা, আবায়া ইত্যাদি);

(১৬) হালাল মাংস ও মাংসজাত পণ্য এবং অন্যান্য হালাল পণ্য;

(১৭) রিসাইকেল্ড পণ্য;

(১৮) স্পিনিং ও ফেব্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও ডাইং-প্রিন্টিং ফিনিশিং;

(১৯) মেডিকেল এবং ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (MPPE)।

৬.৫ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতসমূহকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা:

৬.৫.১ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হ্রাসকৃত সুদ হারে প্রকল্প ঋণ প্রদান করা;

৬.৫.২ আয়কর রেয়াত প্রদান করা;

৬.৫.৩ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র এগ্রিমেন্ট অন এগ্রিকালচার এবং এগ্রিমেন্ট অন সাবসিডিজ এন্ড কাউন্টার ভেইলিং মেজারস্ এর সাথে সংগতিপূর্ণ সম্ভাব্য আর্থিক সুবিধা বা ভর্তুকি প্রদান;

৬.৫.৪ সহজ শর্তে ও হ্রাসকৃত সুদ হারে রপ্তানি ঋণ প্রদান করা;

৬.৫.৫ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিমানে পরিবহণের সুযোগ প্রদান করা;

৬.৫.৬ শুল্ক প্রত্যর্পণ/বন্ড সুবিধা প্রদান করা;

৬.৫.৭ উৎপাদন ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্য অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সহায়ক শিল্প স্থাপনে সুবিধা প্রদান করা;

৬.৫.৮ পণ্যের মানোন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সুবিধা সম্প্রসারণ করা;

৬.৫.৯ কমপ্লায়েন্ট শিল্প স্থাপনে বিনা শুল্কে ইকুইপমেন্ট আমদানির ব্যবস্থা করা;

৬.৫.১০ পণ্য উৎপাদনে ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান করা;

৬.৫.১১ বহির্বিশ্বে বাজার অন্বেষণে সহায়তা প্রদান করা; এবং

৬.৫.১২ বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৬ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবা খাত:

(১) কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট সেবা (যেমন-কনসালটেন্সি সার্ভিস, সফটওয়্যার বাস্তবায়ন, ডেটা প্রসেসিং, ডেটাবেইজ, আইটি ও আইটি এনাবল্ড সার্ভিসেস, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং ইত্যাদি সেবা);

(২) শিক্ষাসেবা;

(৩) নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সার্ভিসেস;

(৪) পর্যটন শিল্প।

৬.৭ বিশেষ উন্নয়নমূলক সেবা খাত:

(১) প্রফেশনাল সার্ভিসেস (লিগ্যাল; একাউন্টিং, অডিটিং ও বুককিপিং);

(২) নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সেবা।

৬.৮ পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ:

৬.৮.১ পণ্য বহুমুখীকরণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Export Competitiveness for Jobs (EC4J) এর উন্নয়ন সহযোগী সমন্বয়ে কারিগরি প্রকল্প। একইসাথে সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্কুলার ইকোনোমী সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে যার মাধ্যমে আরএমজি ও অন্যান্য সম্ভাবনাময় পণ্যের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য এই প্রকল্প প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করবে।

সপ্তম অধ্যায়

রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক পদক্ষেপ

৭.১ রপ্তানি প্রণোদনা:

রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণে নির্দিষ্ট খাতসমূহে আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে যেমন: বন্ডেড ওয়্যারহাউজ, ডিউটি ড্রব্যাক সুবিধা, নগদ প্রণোদনা, রপ্তানি অর্থায়নের জন্য রেয়াতের হার, সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিগত সহায়তা, ট্যাক্স হলিডে, রেয়াতি আয়কর সুবিধা, মূল্য সংযোজন কর ছাড়, বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) রপ্তানি এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান।

সরকার রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার নিমিত্ত বিভিন্ন ধরণের রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করে থাকে। দেশে রপ্তানিতে নগদ সহায়তাসহ কৃষি, খাদ্য, বিদ্যুৎ, নৌ-পরিবহন, এলএনজি ইত্যাদি আমদানিতে ভর্তুকি প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর বিধি বিধানের আলোকে রপ্তানিতে সরাসরি ভর্তুকি প্রদান নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য হলেও স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এ সকল নিষেধাজ্ঞা হতে অব্যাহতি পেয়ে আসছে। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর নগদ সহায়তার ন্যায় রপ্তানিতে সরাসরি ভর্তুকি প্রদান করা সম্ভব হবে না বিধায় দেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে WTO-এর বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সদস্য দেশের মত অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি সরকারের প্রত্যক্ষ বিবেচনাধীন রয়েছে। নগদ সহায়তার পরিবর্তে আর কোন কোন উপায়ে রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা যায় সে বিষয়ে অংশীজনদের মতামত এবং বিভিন্ন দেশ কর্তৃক রপ্তানিতে প্রদেয় সুবিধা পর্যালোচনা করা হচ্ছে ।

বর্তমানে রপ্তানি খাতে প্রণোদনা প্রদানের অংশ হিসেবে ডিউটি ড্র ব্যাক স্কিম, সুদের হার ভর্তুকি, স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস, ব্যাক-টু-ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট, বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড), রপ্তানিমুখী শিল্প দ্বারা যন্ত্রপাতি আমদানি, নগদ প্রণোদনা, আয়কর রেয়াত, কারেন্সি রিটেনশন স্কিম, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল, রপ্তানির উপর ভ্যাট অব্যাহতি, রপ্তানি সহায়তা পরিষেবাগুলিতে রপ্তানিকারকদের ভ্যাট ফেরত দেয়া ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দেশে রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বস্ত্র, চামড়াজাত দ্রব্য, পাট পণ্য, ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য, চিংড়ি, মাছ ও কৃষিখাতসহ সর্বমোট ৪৩ টি খাতে রপ্তানিতে প্রণোদনাসহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

৭.২ স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তী সময়ে WTO এর বিধিবিধান প্রতিপালনে রপ্তানি প্রণোদনা/নগদ সহায়তা প্রদান করার সুযোগ খুবই সীমিত। বাংলাদেশে রপ্তানির উপর প্রদত্ত নগদ প্রণোদনা, আয়কর রেয়াত, কারেন্সি রিটেনশন স্কিম SCM চুক্তির Annex I এ উল্লিখিত রপ্তানি ভর্তুকি তালিকাভুক্ত। সে কারণে এ সকল স্কিম রপ্তানি ভর্তুকির আওতায় পড়ে। তবে, শুল্ক প্রত্যার্পন, রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ইনপুটসমূহের আমদানি এবং রপ্তানির ওপর ভ্যাট অব্যাহতি, রপ্তানি সহায়তা পরিষেবাগুলিতে রপ্তানিকারকদের ভ্যাট ফেরত, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল, ব্যাক টু ব্যাক লেটার অব ক্রেডিট, স্পেশাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ, শুল্ক ড্র ব্যাক স্কীম রপ্তানি ভর্তুকি হিসাবে বিবেচিত হয় না। এছাড়া, এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রদানের ক্ষেত্রে যদি স্কীম দীর্ঘমেয়াদি অপারেটিং খরচ সংকুলান না করে তবে তা রপ্তানি ভর্তুকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অধিকন্তু, সুদের হারে ভর্তুকি, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাজারের সুদের হারের চেয়ে কম হলে তা ভর্তুকি হিসেবে বিবেচিত হয় । অতএব Graduation পরবর্তীতে এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ভর্তুকি সম্পর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয় হবে।

৭.৩ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ২০২৬ সাল পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং নগদ সহায়তা একবারে না কমিয়ে ধীরে ধীরে হ্রাস করা যেতে পারে। পাশাপাশি এ বিষয়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রয়োজনীয় নেগোসিয়েশন অব্যাহত রাখা আবশ্যক। দেশের রপ্তানির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে WTO-এর বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য সদস্য দেশের মতো নগদ সহায়তার পরিবর্তে অন্যান্য বিকল্প ব্যবস্থা বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এলডিসি হিসেবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত সুবিধা পরবর্তীতেও যেন অব্যাহত থাকে এর জন্য নেগোসিয়েশন অব্যাহত রাখতে হবে।

৭.৪ **রপ্তানি থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার :**

রপ্তানিকারক রপ্তানি আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তাদের রিটেনশন কোটায় বৈদেশিক মুদ্রা একাউন্টে জমা রাখতে পারেন, যার পরিমাণ সময়ে সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারণ করবে। বিদ্যমান বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থায় রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা প্রকৃত ব্যবসায়িক ব্যয় (Bonafide business expenses) যেমন ব্যবসায়িক ভ্রমণ, অন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ, বিদেশে অফিস স্থাপন ও পরিচালন উৎপাদন উপকরণাদি/মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি প্রভৃতি নির্বাহ করতে পারবে। এছাড়াও রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের নিমিত্ত আবশ্যক ব্যয় হিসেবে বিদেশস্থ বিপণন প্রতিনিধির পারিশ্রমিক কিংবা বিদেশী এজেন্টের কমিশন রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি দ্বারা নির্বাহ করা যাবে।

৭.৫ **রপ্তানি উৎসাহিতকরণ তহবিল (**Export Promotion Fund**):**

৭.৫.১ ইপিবিতে একটি Export Promotion Fund (EPF) থাকবে। এ তহবিল থেকে রপ্তানিকারকদেরকে নিম্নোক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে:

৭.৫.১.১ পণ্য উৎপাদনের জন্য হ্রাসকৃত সুদে ও সহজ শর্তে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রদান;

৭.৫.১.২ পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের ক্ষেত্রে বিদেশী কারিগরি পরামর্শ এবং সেবা ও প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৭.৫.১.৩ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিদেশে প্রদর্শনী কাম বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং ওয়্যারহাউজিং সুবিধা সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান;

৭.৫.১.৪ কারিগরি দক্ষতা ও বিপণন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ অর্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে পণ্য উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান;

৭.৫.১.৫ পণ্য ও সেবাসহ বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

৭.৫.১.৬ সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় এমন শিল্প কারখানায় গ্রিন এনার্জি ইউনিট স্থাপনে স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা;

৭.৫.১.৭ ইটিপি (Effluent Treatment Plant), পরিবেশ বান্ধব কারখানা ইত্যাদি নির্মাণে সরকার হতে ভর্তুকি, কম সুদে ঋণ সহায়তা প্রদান করা।

৭.৬ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা:

৭.৬.১ রপ্তানিকারকদের নগদ সহায়তার পরিবর্তে বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ডিজেল, ফার্নেস অয়েল ইত্যাদি সার্ভিস খাতে প্রদেয় অর্থ রেয়াতি হারে পরিশোধের সুযোগ, সাবসিডি বা ভর্তুকি দেয়া যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা;

৭.৬.২ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৭.৬.৩ রপ্তানিকে সহায়তা করার জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করে পোশাক শিল্পের রপ্তানিকারকদেরকে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুবিধা প্রদান করা। উক্ত তহবিল হতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি খোলা ও মূল্য পরিশোধের কাজে ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা;

৭.৬.৪ মূলধনি যন্ত্রপাতির পাশাপাশি খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি আমদানিতে আরোপিত ১% শুল্কের অতিরিক্ত সমুদয় আমদানি শুল্ক হতে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশক্রমে অব্যাহতি প্রদান করা যেতে পারে।

৭.৭ রপ্তানির অর্থ সংস্থান:

৭.৭.১ রপ্তানি সম্প্রসারণ ও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল Export Development Fund (EDF) থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে;

৭.৭.২ সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক/ ইউজেন্স ঋণপত্র খোলার সুবিধা প্রদান করা হবে;

৭.৭.৩ রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে;

৭.৭.৪ সকল রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, আংশিক রপ্তানি খাত, প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এবং রপ্তানি খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ এর আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এর Technology Development Fund/Technology Upgradation Fund (TDF/TUF) হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে। এ ফান্ডের আকার আরো বৃদ্ধি করা হবে;

৭.৭.৫ সকল রপ্তানি শিল্প এবং রপ্তানি খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এর অনুকূলে বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ফান্ড হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে।

৭.৮ রপ্তানি ঋণ:

৭.৮.১ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্র (Irrevocable Letter of Credit) অথবা নিশ্চিত চুক্তির (Confirmed Contract) অধীনে রপ্তানিকারকগণ যাতে ঋণপত্র অথবা চুক্তিতে বর্ণিত অর্থের শতকরা ৯০ ভাগ ঋণ পেতে পারে এ বিষয়টি বাণিজ্যক ব্যাংকগুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা জারি করবে;

৭.৮.২ রপ্তানি সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন এবং ব্যাংকিং খাতে স্বচ্ছতা আনয়নের জন্য অনলাইন ব্যবস্থা বিস্তৃত করা হবে;

৭.৮.৩ রপ্তানি খাতে স্বাভাবিক ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখা এবং আন্তর্জাতিক বাস্তবতার নিরিখে আরো প্রতিযোগিতামূলক করতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৭.৮.৪ পূর্ববর্তী বছরের রপ্তানি আয়ের সাফল্যের ভিত্তিতে রপ্তানিকারকের ক্যাশ ক্রেডিট সীমা নির্ধারণ হবে। তবে বর্তমান বছরের রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা/পরিকল্পনা ক্রেডিট সীমা নির্ধারণের বিবেচনা করা যেতে পারে;

৭.৮.৫ প্রত্যাহার অযোগ্য ঋণপত্রের অধীনে সাইট পেমেন্টের ভিত্তিতে যদি পণ্য রপ্তানি করা হয়, সে ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে প্রয়োজনীয় রপ্তানি দলিলপত্র জমা দেয়ার শর্তে বাণিজ্যিক ব্যাংক ওভারডিউ সুদ ধার্য করবে না;

৭.৮.৬ একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটি থাকবে এবং কমিটি রপ্তানি ঋণের চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ, ঋণ প্রবাহ পর্যালোচনা ও মনিটর করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে এই রপ্তানি ঋণ মনিটরিং কমিটির কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কমিটিতে শীর্ষ ব্যবসায়িক সংগঠন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

৭.৮.৭ রাশিয়াসহ অন্যান্য সিআইএস দেশসমূহ, মিয়ানমার, ইরান এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক প্রসারের প্রয়োজনে ব্যাংকিং চ্যানেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭.৮.৮ রপ্তানিত্তোর অর্থায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় নন-লাইফ বিমা প্রতিষ্ঠানে এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS) প্রবর্তনের বিষয়ে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭.৮.৯ বৈদেশিক ক্রেতা দেউলিয়া হলে বা অন্য কোনো যৌক্তিক কারণবশত রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবসিত না হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক এক্সপোর্ট ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম (ECGS) এর মাধ্যমে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাবসিত করা যেতে পারে। যদি রপ্তানিমূল্য না আসে বা বিলম্বে আসে বা কম আসে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ECGS পলিসির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংক, বিমা কোম্পানি এবং রপ্তানিকারকদের সমন্বয়ে একটি পলিসি প্রণয়ন করা যেতে পারে;

৭.৮.১০ অনুমোদিত ডিলার মূল ঋণপত্রের অধীনে স্হানীয় কাঁচামাল সরবরাহকারীদের অনুকূলে অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু ব্যাক এলসি খুলতে পারবে;

৭.৮.১১ রপ্তানি ক্ষেত্রে ব্যাংকসমুহের সুদের হার, এলসি কমিশন, বিবিধ সার্ভিস চার্জ, ব্যাংক গ্যারান্টি, কমিশন ইত্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশনা মোতাবেক সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখা হবে;

৭.৮.১২ রপ্তানিতে এসএমই খাতের অংশগ্রহণ ও অবদান বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্যন্ত স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এসএমই ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম প্রবর্তনে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৭.৯ রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম :

৭.৯.১ তৈরি পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতি হারে অগ্নি ও নৌ বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণসহ তা সহজে দেয়ার ব্যবস্হা থাকবে।

৭.১০ নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান:

৭.১০.১ নতুন শিল্পের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান করা হবে এবং এ ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের হার কমপক্ষে শতকরা ৩০ ভাগ হতে হবে;

৭.১০.২ নতুন রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতী হারে অগ্নি ও নৌ বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হবে।

৭.১১ রপ্তানি শিল্পের ক্ষেত্রে বন্ড সুবিধা:

৭.১১.১ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে বিবেচিত সকল শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা দেয়ার বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৭.১১.২ রপ্তানি পণ্যের কাঁচামাল আমদানিতে ক্রমান্বয়ে শুল্ক হার কমানোর সুপারিশ করা হবে;

৭.১১.৩ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৭.১১.৪ রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস আইন মতে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় আংশিক রপ্তানি খাতে First Track Basis এ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কবন্ড সুবিধা প্রদানের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে;

৭.১২ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণ:

৭.১২.১ রপ্তানি সহায়ক সার্ভিস যেমন- সিএন্ডএফ সেবা, টেলিফোন, টেলেক্স, ফ্যাক্স, বিদ্যুৎ, গ্যাস, বিমা-প্রিমিয়াম, শিপিং এজেন্ট কমিশন/বিলের উপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ নীতি প্রচলিত থাকায় ভ্যাট আদায়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করার সুপারিশ করা হবে;

৭.১৩ রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা:

৭.১৩.১ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে এবং এগুলো ব্যাংক-ঋণসহ অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে;

৭.১৩.২ উৎপাদিত পণ্যের ন্যূনতম ৮০% রপ্তানিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবশিষ্ট ২০% পণ্যের শুল্ক ও কর নিরূপণ পদ্ধতি সহজিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং শুল্ক ও কর পরিশোধের পর উক্ত ২০% পণ্য স্থানীয় বাজারে বাজারজাতকরণের সুযোগ প্রদান করা হবে;

৭.১৩.৩ কমপ্লায়েন্স (Compliance) প্রতিপালনের জন্য রপ্তানিকারকদেরকে কমপ্লায়েন্স সহায়ক যন্ত্রপাতি, পরিবেশবান্ধব শিল্প সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি এবং অভিনব কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে;

৭.১৩.৪ বিশেষায়িত অঞ্চলে/শিল্পঘন এলাকায় Central Effluent Treatment Plant (CETP), Air Treatment Plant (ATP) এবং Solid waste ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ETP, ATP এবং Solid waste প্লান্টে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদিও অন্যান্য উপাদান আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা হবে;

৭.১৩.৫ রপ্তানিমুখী সকল খাতে ফায়ার ডোর, অগ্নি নিয়ন্ত্রণ ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রাদি বিনা শুল্কে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে;

৭.১৩.৬ অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ বিকল বা নষ্ট হলে একই শর্তে সম্পূর্ণ শুল্কমুক্তভাবে প্রতিস্থাপনের জন্য আমদানি সুবিধা প্রদান করা হবে;

৭.১৩.৭ প্রধানত রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতির ১০% খুচরা যন্ত্রাংশ প্রতি ২ বছর অন্তর শুল্কমুক্ত আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;

৭.১৩.৮ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ অগ্রাধিকার ও জরুরি ভিত্তিতে সংযোগসহ সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৭.১৪ আকাশপথে শাক-সবজিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান:

৭.১৪.১ শাক-সবজিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য, প্রাণী ও প্রাণিজাতপণ্য এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত/যৌক্তিক হারে নির্ধারণের বিষয়ে এয়ারলাইন্সসমূহ বিবেচনা করবে। পণ্য হ্যান্ডেলিং চার্জ এবং সিকিউরিটি চেকিং চার্জ অন্যান্য দেশের সাথে প্রতিযোগিতামূলক হার নির্ধারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা। তাছাড়া এসকল পণ্য পরিবহনের জন্য কার্গো সার্ভিস চালু করা;

৭.১৪.২ পচনশীল পণ্য হিসেবে তাজা শাক-সবজি, ফল-মূল, ফুল, উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত পণ্যের গুণগত মান ও সজীবতা অক্ষুণ্ন রাখার নিমিত্ত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নির্মাণাধীন Third Terminal সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ও Chilled Room (০ হতে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস) স্থাপন/নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.১৪.৩ পরিবহন ব্যবস্থা সহজলভ্য এবং সুলভ করার নিমিত্ত এয়ার কার্গো ভাড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৭.১৪.৪ কৃষিপণ্য প্যাকিং এর জন্য পরিবেশবান্ধব আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কার্টুন Corrugated Fiber Board (CFB) আমদানিতে শুল্ক হ্রাসসহ এখাতে শিল্পায়ন উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও কর সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.১৫ রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশি এয়ার-লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহার:

৭.১৫.১ শাক-সবজি পরিবহনের রয়্যালটি গ্রহণ করা হয় না। একই ধরনের সুবিধা পান, ফুল ও ফল-মূলসহ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উদ্ভিদজাত ও প্রাণিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বহাল রাখার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.১৬ রপ্তানিমুখী ছোট ও মাঝারী কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান:

৭.১৬.১ রপ্তানি উদ্দেশ্যে শাক-সবজি, ফল-মূল, তাজা ফুল, অর্কিড, অর্নামেন্টাল প্লান্ট, মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্য প্রভৃতি উৎপাদন ও রপ্তানির লক্ষ্যে উৎসাহ প্রদানকল্পে ন্যূনতম ৫(পাঁচ) একর পর্যন্ত কৃষি খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা দেয়া হবে;

৭.১৬.২ পণ্যের দ্রুত পচনরোধে সমন্বিত কুলিং চেইন (Integrated cooling chain) স্থাপনকে উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে রিফার ভ্যান ও রিফার কনটেইনার আমদানিতে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান।

৭.১৭ গবেষণা এবং উন্নয়ন:

৭.১৭.১ দ্রুত পচনশীল কৃষি পণ্যের জীবনকাল বৃদ্ধি ও এর গুণগত মান আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.১৭.২ রপ্তানি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি আমদানি শুল্ক ও করমুক্ত রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সুবিধা ভোগের যোগ্য বিবেচিত হবে;

৭.১৭.৩ নীতি সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী/রপ্তানিকারক কর্তৃক Research & Development (R&D) খাতে বার্ষিক টার্নওভারের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়কে বিবেচনা করা যেতে পারে;

৭.১৭.৪ রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে চাহিদার ভিত্তিতে (Need Based) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৭.১৮ সাব-কন্ট্রাক্টিং ভিত্তিক রপ্তানিতে উৎসাহ ও সুবিধা:

৭.১৮.১ রপ্তানিমূখী শিল্পে শক্তিশালী সাপ্লাই চেইন ও পশ্চাদ সংযোগ শিল্প গড়ে তুলতে সাব-কন্ট্রাকটিং ভিত্তিক রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৭.১৮.২ মূল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় সাব-কন্ট্রাকটিং এর মাধ্যমে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন প্রণোদনা প্রাপ্য হবে;

৭.১৮.৩ সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানসমূহকেও কমপ্লায়েন্স প্রতিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সাব-কন্ট্রাকটিং প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন করতে পারে সেলক্ষ্যে তাদের অনুকূলে মূল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ঋণ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৭.১৯ মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা ও প্রাসঙ্গিক সহায়তা প্রদান:

৭.১৯.১ বিদেশি বিনিয়োগকারী ও বাংলাদেশি পণ্যের আমদানিকারককে মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের বাণিজ্যিক কর্মকর্তাগণকে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/দূতাবাসে সুপারিশ প্রেরণ করতে পারবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যদি প্রয়োজন মনে করে, সেক্ষেত্রে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশ গ্রহণ করতে পারে;

৭.১৯.২ বাংলাদেশি রপ্তানিকারক/ব্যবসায়ীদের অন্য দেশের ভিসা প্রাপ্তিতে ইপিবি প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে ইপিবি-তে হেল্প ডেস্ক খোলা হবে; এবং

৭.১৯.৩ বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন এবং কমার্শিয়াল কাউন্সিলরগণ রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য তাদের কার্যক্রম আরো গতিশীল করবেন, দেশীয় রপ্তানিরকারকদের সাথে বিদেশি আমদানিকারকদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা জোরদার করবেন।

৭.২০ বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ:

৭.২০.১ বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষত ডব্লিউটিও ও বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিএফটিআই এবং অন্যান্য শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.২০.২ রপ্তানি বাণিজ্যের বিধি-বিধান সম্পর্কে রপ্তানিকারককে অবহিত কারার লক্ষ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে।

৭.২১ বিদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও একক প্রদর্শনী আয়োজন এবং অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ:

৭.২১.১ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক দেশীয় প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে এবং বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা দেয়া হবে। এ সকল কার্যক্রমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৭.২২ সাধারণ ও পণ্যভিত্তিক মেলা:

বিদেশি ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্য ভিত্তিক মেলার আয়োজন করা হবে;

৭.২৩ পণ্য জাহাজীকরণ:

৭.২৩.১ পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহন ব্যবস্থা সহজিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কেউ বিমান চার্টার করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.২৩.২ আমদানি ও রপ্তানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে শুল্কায়ন সম্পর্কিত সেবাসমূহ দ্রুততর করার নিমিত্ত ওয়ান-স্টপ-ব্যবস্থাসহ অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার বৃদ্ধি হবে;

৭.২৩.৩ সমুদ্র পথে পণ্য রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ পরিপালন করতে হবে। দেশিয় জাহাজের পাশাপাশি বিদেশি জাহাজের মাধ্যমেও রপ্তানি পণ্য পরিবহনের সুযোগ থাকবে।

৭.২৪ সরাসরি বিমান বুকিং ব্যবস্থা:

৭.২৫ দেশের উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের টাটকা শাক-সবজি ও অন্যান্য পঁচনশীল পণ্য সহজে গন্তব্যস্থলে পৌছানো এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার সুবিধার্থে রাজশাহী, যশোর ও সৈয়দপুরসহ সংশ্লিষ্ট সকল অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে;

৭.২৬ অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান:

৭.২৬.১ কম্পোজিট নিট/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোকে অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহিত প্রদান করা হবে। এছাড়া অন্যান্য শিল্পকেও অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা হবে।

৭.২৭ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) স্থাপন:

৭.২৭.১ রপ্তানিকারকগণ যাতে সহজে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন সেজন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর ট্রেড ইনফরমেশন সেন্টার (টিআইসি) কে আরও জোরদার ও আধুনিকীকরণ করা হবে;

৭.২৮ প্রচ্ছন্ন রপ্তানি-সুবিধা:

৭.২৮.১ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা পাবে;

৭.২৮.২ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণের মাধ্যমে অর্জিত রপ্তানি আয় পৃথকভাবে প্রদর্শনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭.২৯ বিবিধ:

৭.২৯.১ রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল, ফেব্রিক্স, স্যাম্পল আমদানি/প্রেরণের জন্য পোর্টে/বিমানবন্দরে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ/পৃথক উইন্ডো স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ;

৭.২৯.২ ঢাকা শহরের বাইরে উপযুক্ত কোন জায়গায় আধুনিক আইসিডি নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.২৯.৩ চট্রগ্রামের বন্দরের জেটি সম্প্রসারণ এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনপূর্বক অবকাঠামোগত উন্নয়ন (বিশেষত পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্রেন সুবিধা) করা হবে;

৭.২৯.৪ বিদেশে বিশেষ ধরণের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিত করা হবে;

৭.২৯.৫ রপ্তানির ক্ষেত্রে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৭.২৯.৬ Anti-dumping issue তে Cost Accounting Standard নিশ্চিত করা হবে;

৭.২৯.৭ পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট/কাউন্সিল স্থাপনে পদক্ষেপ নেয়া হবে। তাছাড়া বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কোর্সে রপ্তানি পণ্য ও সেবা খাত উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.২৯.৮ বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে রপ্তানিকারক কর্তৃক বিদেশে এজেন্সি নিয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.২৯.৯ ডব্লিউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.২৯.১০ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০, খাদ্য নিরাপত্তা (FSMS) সংক্রান্ত আইএসও ২২০০০ এবং জ্বালানী ও শক্তি সংক্রান্ত আইএসও ৫০০১ অর্জনে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৭.২৯.১১ আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত এলসি ও ইএক্সপি ফরমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সম্বলিত কোড ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৭.২৯.১২ আর্থিক ও রাজস্ব সুযোগ-সুবিধাগুলি সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.২৯.১৩ কমলাপুর আইসিডি'র এবং পানগাঁও আইসিটির মাধ্যমে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থায় দিনের বেলায় কাভার্ড ভ্যান চলাচলের সুযোগ প্রদান করা হবে;

৭.২৯.১৪ এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেস্ড পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথ, রেলপথ ও সড়ক পথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হবে;

৭.২৯.১৫ রপ্তানি বাণিজ্যে লীড টাইম হ্রাস এবং ব্যবসা পদ্ধতি সহজিকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত রপ্তানি খাতসমূহের যেসকল এসোসিয়েশনের সক্ষমতা রয়েছে তাদের অনুকূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে Utilization Declaration (UD) জারির অনুমতি প্রদান;

৭.২৯.১৬ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং শিল্পে নতুন উদ্যোক্তাদের আগমন উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ Exit Policy প্রণয়ন;

৭.২৯.১৭ রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামালের সহজলভ্যতা বজায় রাখা এবং সাপ্লাই চেইন নির্বিঘ্নকরণের লক্ষ্যে খাতভিত্তিক সেন্ট্রাল ওয়্যারহাউজ স্থাপনের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৭.২৯.১৮ বাণিজ্য ব্যয় কমানো এবং ব্যবসা বাণিজ্য সহজিকরণের জন্য WTO Trade Facilitation Agreement বাস্তবায়ন করা হবে;

৭.২৯.১৯ National Logistic Policy প্রণয়নের মাধ্যমে logistics সক্ষমতা বৃদ্ধি করে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা হবে;

৭.২৯.২০ নৌ, স্থল ও বিমানবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি সময় (Lead Time) হ্রাস করা এবং বন্দরগুলো ব্যবহারের বিভিন্ন ব্যয় হ্রাস করা হবে;

৭.২৯.২১ গবেষণা ও উন্নয়নের (R&D) মাধ্যমে ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক নতুন ও অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরি ও রপ্তানির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.২৯.২২ রপ্তানি পণ্যের নতুন বাজার তৈরি ও সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে;

৭.২৯.২৩ উদ্যোক্তা ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ, রপ্তানিকারকদের প্রযুক্তিগত সহায়তা, পণ্যের ব্রান্ডিং ও মান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.২৯.২৪ পণ্যের গুণগত মান যাচাই ও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি সহায়তায় আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব স্থাপন করা হবে এবং হালাল পণ্য রপ্তানির জন্য সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা উন্নীতকরণে হালাল সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৭.২৯.২৫ বিনিয়োগকারী ও রপ্তানিকারকদের প্রদেয় সেবায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং তাদের সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে One Stop Shop সুবিধা পূর্ণমাত্রায় চালু করা যেতে পারে। যেখানে, বিনিয়োগকারী ও রপ্তানিকারকদের সকল ডকুমেন্ট ও লাইসেন্স প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য সেবাসমূহ একটি স্থান/ Website হতে প্রদান করা হবে;

৭.২৯.২৬ সামগ্রিক রপ্তানি ব্যবস্থায় 'ব্র্যান্ড বাংলাদেশ' কে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে "Made in Bangladesh" এর প্রসার ঘটানোর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৭.২৯.২৭ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ/বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বন্দর চত্বরে বহুমুখী কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৭.২৯.২৮ নিবন্ধিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য রপ্তানি প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৭.২৯.২৯ পণ্য ভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার জন্য প্রতিবছর একটি পণ্যকে "প্রডাক্ট অব দি ইয়ার (Product of the year)" ঘোষণা অব্যাহত রাখা হবে;

৭.২৯.৩০ রপ্তানি ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি বছর মহিলা সিআইপি নির্বাচন ও শ্রেষ্ঠ মহিলা উদ্যোক্তাদের রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হবে;

৭.২৯.৩১ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ও উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি/ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং জাতীয় ট্রেড পোর্টালের আওতায় একটি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা হবে। এই ডাটা ব্যাংক রপ্তানিকারক, আমদানিকারক, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং অন্যান্য সরকারি- বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদেরকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করবে। এই ডাটাব্যাংকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের তথ্য-উপাত্ত থাকবে:

- বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের Bilateral Country Profile করা;
- পণ্যভিত্তিক মূল্যমান এবং পরিমাণসহ রপ্তানি উপাত্ত;
- রপ্তানি মূল্য এবং খাতওয়ারী রপ্তানি আয়;
- দেশভিত্তিক পণ্য আমদানির পরিমাণ ও ব্যয়;
- দেশভিত্তিক উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের (যেগুলো বাংলাদেশ উৎপাদন ও রপ্তানি করে থাকে) উৎপাদনের উপাত্ত;
- আমদানি ও রপ্তানি মূল্য সূচক;
- বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বিপণনকারীদের তালিকা;
- পণ্যভিত্তিক চাহিদা ও সরবরাহের পার্থক্য;
- খাতওয়ারী বিনিয়োগ ও অর্থায়নের উপাত্ত;
- বিভিন্ন দেশে WTO, APTA, SAFTA-এর আওতায় প্রাপ্ত GSP সুবিধা ও শুল্কসুবিধা;
- রুলস্ অব অরিজিন এর শর্তসমূহ;
- স্যানিটারি ও ফাইটোস্যানিটারির শর্তসমূহ;
- বিভিন্ন দেশের হালনাগাদ ট্যারিফ হার;
- অন্যান্য।

অষ্টম অধ্যায়

রপ্তানির পণ্যভিত্তিক সুবিধাদি

৮.১ বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাত:

৮.১.১ সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তৈরি পোশাক রপ্তানির 'লীড টাইম' কমিয়ে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮.১.২ তৈরি পোশাক কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন, অগ্নি, বিল্ডিং দুর্ঘটনাজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং কারখানা পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স শর্ত প্রতিপালনের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রদানসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সমন্বিত ও যৌক্তিক কমপ্লায়েন্স নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১.৩ পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করানো এবং ম্যানেজমেন্ট এর সাথে সংশ্লিষ্টদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে/বিদেশে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রি (এসোসিয়েশন) সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৮.১.৪ তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য সম্ভাবনাময় গন্তব্য দেশসমূহে বিপণন মিশন প্রেরণ, একক দেশীয় বস্ত্র ও তৈরি পোশাক মেলার আয়োজন, আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা হবে;

৮.১.৫ তৈরি পোশাক রপ্তানিতে আমদানিকৃত তুলার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের লক্ষ্যে দেশে তুলার উৎপাদন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮.১.৬ তৈরি পোশাকে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং আমদানিকারক দেশসমূহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তুলার বিকল্প কৃত্রিম ফাইবার (Man Made Fiber) নির্ভর বস্ত্র ও পোশাক শিল্প স্থাপনে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং শুল্ক ও কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান;

৮.১.৭ দেশে তুলা সরবরাহ নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের সমন্বয়ে একটি পরামর্শক পরিষদ গঠন করা হবে;

৮.১.৮ কৃত্রিম ফাইবার (Man Made Fiber) এর দ্বারা তৈরি সূতার ক্ষেত্রে আদায়যোগ্য মূসকের পরিমাণ কটন সূতার অনুরূপ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.১.৯ গার্মেন্টস রপ্তানিতে অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং (OEM) এবং অরিজিনাল ব্র্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং (OBM) ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়োজনীয় নীতি সুবিধা প্রদান করা হবে;

৮.১.১০ রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে;

৮.১.১১ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামালের জন্য শুল্কের সমপরিমাণ ব্যাংক-গ্যারান্টি প্রদান সাপেক্ষে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উল (artificial wool) দ্বারা বন্ড লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানকে বন্ডবহির্ভূত এলাকায় হাতে বোনা সোয়েটার রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদনের সুযোগ প্রদান করা হবে;

৮.১.১২ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত রপ্তানি উন্নয়ন সংক্রান্ত আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বিত করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১.১৩ দেশের সকল তৈরি পোশাক কারখানার জন্য বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন ধরনের ক্রেতাদের চাহিদা সমন্বয় করে ন্যূনতমভাবে পালনযোগ্য একটি Standard Unified Code of Compliance প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করবে; এবং

৮.১.১৪ অঞ্চল (মহাদেশ) ভিত্তিক ক্রেতাদের রুচি, চাহিদা (হালাল) এবং ডিজাইন ও ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুযায়ী বস্ত্র ও তৈরি পোশাক ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজসহ সংশ্লিষ্ট সকল রপ্তানি পণ্য উন্নয়ন ও ভবিষ্যত প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়ন (Research & Development) কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৮.২ চামড়া শিল্প:

৮.২.১ অন্যতম বৃহত্তম ও শ্রমঘন রপ্তানি খাত হিসেবে চামড়া খাতের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধাসমূহ তৈরি পোশাক শিল্পের অনুকূলে প্রদত্ত সুবিধার অনুরূপ করা হবে;

৮.২.২ চামড়া শিল্পের কাঁচামাল সহজলভ্যকরণ এবং উল্লেখযোগ্যভাবে লীড টাইম কমানোর লক্ষ্যে 'Central Bonded Warehouse' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.২.৩ কমপ্লায়েন্ট পাদুকা ও চামড়াজাত শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট কারখানাসমূহকে সবুজ শ্রেণীভুক্তকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.২.৪ রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ট্যানারি মালিক ও ট্যানারি বিহীন রপ্তানিকারকগণের অনুকূলে ফ্ল্যাট রেটে/ শুল্কমুক্তভাবে অপরিহার্য কেমিক্যালসমূহ আমদানির সুবিধা প্রদান করা হবে;

৮.২.৫ রুগ্ন চামড়া শিল্প কারখানাগুলোকে পলিসি সাপোর্টের মাধ্যমে ঋণ পুনঃতফশিলিকরণ সুবিধা প্রদান করা হবে;

৮.২.৬ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষম করার লক্ষ্যে শক্তি বৃদ্ধি করে রপ্তানি প্রসারের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.২.৭ আমদানি বিকল্প চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কেমিক্যাল তৈরি শিল্প, জুতার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট ও চামড়া শিল্পের বিভিন্ন উপকরণ (accessories) দেশীয়ভাবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ বা যৌথ বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে;

৮.২.৮ লেদার সেক্টর বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল এ শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৮.২.৯ চামড়াজাত পণ্য ও জুতার পাশাপাশি সিনথেটিক/ফেব্রিকস এর মিশ্রণে তৈরি জুতা শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ ও জয়েন্ট ভেঞ্চার ইনভেস্টমেন্টকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.২.১০ রপ্তানিমুখী চামড়া শিল্পের জন্য বিদ্যমান বন্ড সুবিধা অধিকতর সহজ ও সময়োপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.২.১১ বিদ্যমান শুল্ক ও কর প্রত্যর্পণ পদ্ধতি সহজ, প্রতিযোগিতামূলক ও সময়াবদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.২.১২ চামড়াজাত পণ্যের মান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন পণ্যে বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং চামড়া শিল্পে (বিএমআরই) ভারসাম্য, আধুনিকীকরণ, পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' গ্রহণ করা হবে;

৮.২.১৩ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে বড় উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও নারী উদ্যোক্তাদের যোগদানে সহায়তা প্রদান;

৮.২.১৪ চামড়াখাতে কাঙ্খিত রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রণীত 'চামড়া খাতের রপ্তানি উন্নয়নে রোডম্যাপ' এবং Technology Centre (TC) বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.২.১৫ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য উন্নত রসায়নাগার স্থাপনসহ সার্ভিস সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হবে;

৮.২.১৬ চামড়া শিল্পের ব্যবস্থাপনা সংকট উত্তরণের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তাদের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.২.১৭ চামড়া শিল্পে নিম্ন হারযুক্ত নাইট্রোজেন ও সোডিয়াম ক্লোরেট ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে। চামড়াজাত রপ্তানি পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.২.১৮ ট্যানারি মালিক ও এজেন্টদের মধ্যেকার ব্যবসায়িক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়তা করা হবে যাতে করে ট্যানারি মালিকদের সেলস্ নেগোসিয়েশন ও মার্কেটিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায়;

৮.২.১৯ ট্যানারি মালিকদের ক্রাস্ট লেদার থেকে ফিনিশড্ লেদার উৎপাদনে উৎসাহিত করা হবে;

৮.২.২০ জুতা ও চামড়াজাত পণ্যে বৈচিত্র্য আনার লক্ষ্যে ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট সেন্টারটিকে আরো গতিশীল করার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.২.২১ রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্যের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে ডিজাইন ও ফ্যাশন ইনস্টিটিউট স্থাপনসহ লেদার টেকনোলজি কলেজকে যুগোপযোগী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮.২.২২ বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্যোক্তাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও প্রদর্শনীতে যোগদানে সহায়তা দেয়া হবে; এবং

৮.২.২৩ চামড়া শিল্পের জন্য কেমিক্যাল ও অন্যান্য উপকরণ প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৩ পাট ও পাটজাত শিল্প:

৮.৩.১ বিদেশে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৈদেশিক মিশনসমূহকে গতিশীল করা, বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ ও আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.৩.২ মংলা বন্দর হতে বিভিন্ন রুটে ফিডার ভেসেল চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৮.৩.৩ পাটজাত পণ্যের রপ্তানিকারকদের অনুকূলে বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বল্প সুদ/সার্ভিস চার্জে ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করবে;

৮.৩.৪ পাটজাত পণ্যের উন্নয়ন ও বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ, পাটকলসমূহের বিএমআরই ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে পাট শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' গ্রহণ করা হবে;

৮.৩.৫ পাটজাত পণ্য এবং বৈচিত্র্যকৃত পাটজাত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে;

৮.৩.৬ পাটজাতপণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে দেশের সকল বিভাগে ডিজাইন সেন্টার স্থাপনে সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.৩.৭ পাটপণ্যকে কৃষিপণ্যের ন্যায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে চাষাবাদে উৎসাহিত করা হবে।

৮.৪. প্রাথমিক কৃষি-পণ্য:

৮.৪.১ উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের মান যাচাই ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য পথ নকশা তৈরি করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংগনিরোধ বিভাগ এবং বিএসটিআই-সহ অন্যান্য মান নিয়ন্ত্রণ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৮.৪.২ রপ্তানিযোগ্য শাক-সবজি, আলু, পান ও আমসহ ফল-মূল, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য উৎপাদনে মান ও ট্রেসাবিলিটি বজায় রাখার লক্ষ্যে ফসল/ Land Zoning, কণ্ট্রাক্ট ফার্মিং এবং উত্তম কৃষি চর্চা]Good Agricultural Practices (GAP)[ব্যবহারে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৪.৩ শাক-সবজি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফল-মূল উৎপাদনের জন্য উদ্যোগী রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে সরকারি খাসজমি বরাদ্দ দেয়া এবং রপ্তানি পল্লী গঠনে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৪.৪ শাক-সবজি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফল-মূল রপ্তানির জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিং সামগ্রীর দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.৪.৫ আলু, পান, আম ও অন্যান্য ফল-মূল ও শাক-সবজি রপ্তানিতে আমদানিকারক দেশের Phyto-sanitary Requirement পূরণের জন্য বিদ্যমান টেস্ট ফ্যাসিলিটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট এ্যাক্রেডিটেশন গ্রহণ। প্যাথোজেন, রোগ-বালাই সনাক্তকরণের পাশাপাশি Heavy Metal, Chemical analysis এবং Maximum Residue Level (MRL) নির্ণয় করার সক্ষমতা তৈরিকরণ;

৮.৪.৬ শাক-সবজি, ফুল ও ফলিয়েজ এবং ফলমূল উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে;

৮.৪.৭ কৃষিভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে সকল প্রকার সংক্রমণমুক্ত পণ্য রপ্তানির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। এক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মূল ভূমিকা পালন করবে;

৮.৪.৮ কৃষি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে Cool Chain System অনুসরণের লক্ষ্যে ঢাকার শ্যামপুরে স্থাপিত Central Warehouse এর ন্যায় অন্যান্য বিভাগীয় শহরে Central Warehouse নির্মাণ এবং রপ্তানির সুবিধার্থে বিমান বন্দরের নিকটে প্যাকিং সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.৪.৯ আমদানিকারক দেশের আমদানি শর্ত পূরণ ব্যতীত যাতে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানি না হয় সে জন্য যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হবে এবং রপ্তানিকারক ও চাষীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৪.১০ রপ্তানিযোগ্য আলু, ফল-মূল ও শাক সবজি উৎপাদনের জন্য বালাইমুক্ত এলাকা (Pest Free Area-PFA) এবং কম বালাই এর উপস্থিতি আছে (Area of Low Pest Prevalence-ALPP) এমন এলাকা তৈরির জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.৪.১১ উৎপাদন পর্যায়ে Primary Collection Centre স্থাপন এবং উৎপাদন এলাকাভিত্তিক প্যাকিং হাউজ (Warehouse) গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.৪.১২ ফাইটো-স্যানিটারি কার্যক্রমকে দক্ষ ও শক্তিশালী করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং ই-ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রম বিস্তৃত করা হবে;

৮.৪.১৩ দেশীয় চাহিদার পাশাপাশি রপ্তানি বাজারের চাহিদা অনুসারে রপ্তানিমুখী কৃষিপণ্যের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা এবং মাঠ পর্যায়ে উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৮.৫ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য:

৮.৫.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নত সনাতনী পদ্ধতি (Improved Extensive) ও আধা নিবিড় (Semi Intensive) চিংড়ি ও মৎস্য চাষের পদ্ধতি অবলম্বন করে চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি ও মৎস্য চাষীদেরকে উৎসাহিত করা এবং স্বল্প সুদে সহজ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ প্রদান করা হবে;

৮.৫.২ হিমায়িত মৎস্য ও মৎস্যপণ্য খাতে মূল্য-সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানির লক্ষ্যে ভেঞ্চার-ক্যাপিটাল প্রদান করা হবে;

৮.৫.৩ ভেনামী চিংড়ি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে এবং বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান অব্যহত থাকবে;

৮.৫.৪ পণ্যের উন্নতমান এবং এসপিএস (Sanitary and Phyto-sanitary) সংশ্লিষ্ট মান নিশ্চিতকরণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বা যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন Accredited টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.৫ হিমায়িত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে বিনা শুল্কে অপরিহার্য মান নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রপাতি আমদানি উৎসাহিত করা হবে। মৎস্য অধিদপ্তর ও বিসিএসআইআর তাদের Accredited টেস্টিং ল্যাবরেটরী উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৫.৬ হ্যাচিং থেকে মৎস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিং-এর সকল পর্যায়ে একটি বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা বা ট্রেসেব্যালিটি (Traceability) সিস্টেম গড়ে তোলা হবে;

৮.৫.৭ হিমায়িত খাদ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে একক দেশীয় মেলার আয়োজন, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.৫.৮ আমদানিকৃত ফিশ-ফিড ব্যবহারের উপযোগী কি-না এবং তাতে কোনো দূষিত বা নিষিদ্ধ উপাদান আছে কিনা, তা পণ্য চালান খালাসের পূর্বে শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিশ্চিত হতে হবে। BSTI ও মৎস্য অধিদপ্তর এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে এবং মান যাচাই ব্যবস্থা উন্নততর ও বিস্তৃত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৫.৯ রপ্তানির উদ্দেশ্যে আহরণোত্তর স্বাস্থ্যসম্মত চিংড়ি ও মৎস্য নিরাপত্তায় প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় দ্রুত পৌঁছার জন্য চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন এলাকায় Common Receiving Centre এবং Cold Storage স্থাপনে প্রয়োজনীয় খাসজমি বরাদ্দ ও অবকাঠামো নির্মাণে স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.৫.১০ শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলোতে স্থাপনের জন্য বিভিন্ন প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং সামুদ্রিক মাছ আহরণকারী ট্রলার শিল্পের প্রয়োজনীয় ফিশিং গিয়ার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমদানিতে যুক্তিসংগতভাবে শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হবে;

৮.৫.১১ ত্রুটিযুক্ত বা অন্য কোনো কারণে রপ্তানিকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও মাছের কন্টেইনার (Bangladesh Origin) বিদেশ হতে বাংলাদেশে ফেরত আসলে তা বিদ্যমান কাস্টমস্ এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২২(গ) ধারা অনুযায়ী শুল্ক বিভাগ কর্তৃক দ্রুত ছাড়করণের পদ্ধতি সহজিকরণ করা হবে;

৮.৫.১২ চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ঝুঁকিপূর্ণ বিধায় কৃষি শস্যের অনুরূপ চিংড়ি ও মৎস্য বীমা চালু করা হবে;

৮.৫.১৩ চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষাঞ্চলে বাঁধ সংস্কার, খাল খননসহ অন্যান্য অবকাঠামো তৈরিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.১৪ চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে পোনা, খাদ্য, বিদ্যুৎ ও কেমিক্যাল ইত্যাদিতে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৮.৫.১৫ চিংড়ি ও মৎস্য চাষীদেরকে উন্নত সনাতনী চিংড়ি ও মৎস্য চাষ ও আধা নিবিড় চিংড়ি ও মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.১৬ Specific Pathogen Free (SPF) বা ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি ও মৎস্য পোনা সরবরাহে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.৫.১৭ Specific Pathogen Free (SPF) বা ভাইরাসমুক্ত চিংড়ি ও মৎস্য পোনা বিনা শুল্কে আমদানির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৮.৫.১৮ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিবন্ধিত ক্ষুদ্র চিংড়ি ও মৎস্য চাষীদের স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা দেয়া হবে;

৮.৫.১৯ বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি (Black Tiger)-কে ''জাতীয় ব্র্যান্ড'' হিসেবে বিশ্বে তুলে ধরার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.২০ রপ্তানিতে ব্যাপক চাহিদা থাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে কাঁকড়া (Crab) ও কুঁচে (Eel) চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া এ দু'টি ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করা হবে। রপ্তানির সুবিধার্থে বিমান বন্দরের সন্নিকটে জীবন্ত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির লক্ষ্যে আধুনিক প্যাকিং সেন্টার জোন স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.২১ ক্ষতিকর কেমিক্যালমুক্ত চিংড়ি ও মৎস্য উৎপাদন ও বিপণনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.২২ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা ও উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে চিংড়ি রপ্তানিতে হ্রাসকৃত হারে ব্যাংক প্রদত্ত চলতি মূলধন ঋণের ব্যবস্থা করা;

৮.৫.২৩ রুগ্ন অথচ কর্মক্ষম চিংড়ি এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকারী কারখানাগুলোকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.২৪ ভেনামী প্রজাতির চিংড়ির বাণিজ্যিক চাষাবাদ সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.৫.২৫ মৎস্যপণ্য রপ্তানির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইনে স্বাস্থ্য সনদপত্র ইস্যু করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৬ চা শিল্প:

৮.৬.১ চা বাগানের আওতাধীন অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.৬.২ রুগ্ন চা বাগানগুলোর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৬.৩ মূল্য প্রতিযোগী করার লক্ষ্যে চা বাগানগুলোর মধ্যে গ্যাস সংযোগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮.৬.৪ যে সকল চা বাগানের ইজারা কার্যক্রম এখনও সম্পাদিত হয়নি, তা দ্রুত সম্পাদনে সার্বিক সহযোগিতা দেয়া হবে;

৮.৬.৫ আন্তর্জাতিক বাজারে টিকে থাকার লক্ষ্যে চায়ের গুণগতমান উন্নয়ন ও চায়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য এবং চা কারখানা আধুনিকীকরণের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানে ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৬.৬ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ক্ষুদ্রাকার খামারে চা উৎপাদনকারীদের ঋণ সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে;

৮.৬.৭ প্যাকেট-চা রপ্তানিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে আমদানিকৃত মোড়ক সামগ্রীর জন্য এফওবি মূল্যের ওপর বিধি মোতাবেক ডিউটি-ড্র-ব্যাক সুবিধা/বন্ড সুবিধা প্রদান করা হবে। এ ছাড়াও ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে বিনা শুল্কে মোড়ক সামগ্রী আমদানির সুযোগ দেয়া হবে;

৮.৬.৮ বিদেশে চায়ের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.৬.৯ বিদেশে বাংলাদেশি চা বাজারজাতকরণে "শ্রীমঙ্গল টি" ব্র্যান্ড নেইম প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ টি বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৬.১০ চা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষ সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.৬.১১ চা শিল্পের উন্নয়নসহ চা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অনুমোদিত 'উন্নয়নের পথনকশা: বাংলাদেশ চা শিল্প' বাস্তবায়নে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৮.৬.১২ চা হতে বহুমুখী পণ্য উৎপাদন এবং চা রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত থাকবে;

৮.৬.১৩ জাতীয় 'চা' দিবস উপলক্ষ্যে বিদেশস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে বাংলাদেশি চায়ের ব্যাপক ব্র্যান্ডিং কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৮.৭ ঔষধ শিল্প ও মেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট:

৮.৭.১ ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে পাসবুক পদ্ধতি অথবা ভিন্নতর পদ্ধতি চালু করার বিষয়টি পরীক্ষা করা হবে;

৮.৭.২ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত Active Pharmaceutical Ingredient পার্ক পূর্ণাঙ্গরূপে চালুকরণে কার্যক্রম গ্রহণ;

৮.৭.৩ চট্টগ্রামেও ঢাকার অনুরূপ Active Pharmaceutical Ingredient পার্ক প্রতিষ্ঠা ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.৭.৪ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ প্রেক্ষাপটে ঔষধ শিল্পের কাঁচামালের যোগান প্রতিযোগিতামূলক ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে এপিআই খাতের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রণীত "জাতীয় এপিআই (Actve Pharmaceutical Ingredients) ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি সংক্রান্ত নীতি" বাস্তবায়নে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে; এবং

৮.৭.৫ ঔষধ রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় রপ্তানি বাজারসমূহের সংশ্লিষ্ট মাননিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের সাথে Mutual Recognition Agreement (MRA) স্বাক্ষর/অনুমোদন গ্রহণে সহযোগিতা প্রদান করা হবে।

৮.৮ প্লাস্টিক ও খেলনা:

৮.৮.১ মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্লাস্টিক/শিল্প নগরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮.৮.২ প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে Inter Bond Transfer Facilities প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.৮.৩ প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মোল্ড স্থাপনে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.৮.৪ বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি প্লাস্টিক পণ্যের পরিচিতিদান এবং রপ্তানি উন্নয়নের নিমিত্ত অধিকহারে আন্তর্জাতিক মেলায় অংশগ্রহণের নিমিত্ত সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

৮.৮.৫ প্লাস্টিক পণ্য ও গার্মেন্টস এক্সেসরিজ পণ্যের মান পরীক্ষা ও সনদ প্রদানের জন্য এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া BSTI কর্তৃক এ সকল পণ্যের মান পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৮.৬ প্লাস্টিক খাতে প্রদর্শিত রপ্তানি আয়ে প্রচ্ছন্ন এবং সরাসরি উভয় প্রকার রপ্তানি আয়কে অন্তর্ভুক্তকরণ করা হবে;

৮.৮.৭ প্লাস্টিক শিল্প খাতকে সবুজ শ্রেণিভুক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৮.৮.৮ প্লাস্টিক খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদনে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এর 3Rs (Reduce, Reuse, and Recycle) নীতি বাস্তবায়ন এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে। উৎপাদিত Recycled পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৮.৮.৯ প্লাস্টিক পণ্যের জন্য গঠিত বিজনেস কাউন্সিলের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.৮.১০ খেলনা উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে।

৮.৯ জাহাজ নির্মাণ শিল্প:

৮.৯.১ শ্রমঘন ও সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত হিসেবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতে প্রণীত 'জাহাজ নির্মাণ শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০২১' এর আলোকে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.৯.২ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহের জন্য পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৮.৯.৩ জাহাজ নির্মাণ শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এ সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ সরবরাহের জন্য গঠিত তহবিল ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮.১০ হালকা প্রকৌশল পণ্য:

৮.১০.১ হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নের জন্য ঢাকার অদূরে ''লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার ভিলেজ'' গড়ে তোলা হবে;

৮.১০.২ হালকা প্রকৌশল পণ্যের মান পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি ও কমন ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। হালকা প্রকৌশল পণ্য উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গবেষণা ও উন্নয়ন, শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.১০.৩ উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও পণ্য উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে হালকা প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ;

৮.১০.৪ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প খাতের কারখানাগুলোকে পরিবেশগত সবুজ শ্রেণিভুক্ত করার জন্য শিল্প মালিকদের উদ্বুদ্ধ করা হবে;

৮.১০.৫ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উন্নত প্রযুক্তি স্থাপনে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.১০.৬ লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.১০.৭ হালকা প্রকৌশল খাতের পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক হার যৌক্তিকিকরণ এবং হালকা প্রকৌশল খাতের উন্নয়নে দীর্ঘ মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করা হবে।

৮.১১ কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য:

৮.১১.১ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের মানোন্নয়ন ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য ''এগ্রো-প্রডাক্টস্ বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিল'' প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.১১.২ মানসম্পন্ন খাদ্য উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে "প্রণীত খাদ্য সংশ্লিষ্ট কৃষিজ পণ্যের অবস্থা এবং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ: সমস্যা, সম্ভাবনা ও করণীয় শীর্ষক পথনকশা" বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.১১.৩ প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্য খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৮.১১.৪ প্রক্রিয়াজাত কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানের টেস্টিং, সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রেডিটেশন ব্যবস্থা এবং মানসম্পন্ন প্যাকেজিং ব্যবস্থা প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৮.১২ ভেষজ সামগ্রী:

৮.১২.১ ভেষজ উদ্ভিদজাত ঔষধ ও সামগ্রী উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন প্রয়োজনীয় এক্রিডেটেড সার্টিফিকেশন ল্যাবরেটরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে;

৮.১২.২ ভেষজ সামগ্রী খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য 'হারবাল প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল' প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৮.১৩ হস্তশিল্পজাত পণ্য:

৮.১৩.১ নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন, গৃহকর্মের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাকরণে 'হস্তশিল্পজাত পণ্য' কে বর্ষপণ্য-২০২৪ ঘোষণা করা হয়েছে;

৮.১৩.২ ঢাকাসহ অন্যান্য সকল স্থানে কারুপল্লী স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে;

৮.১৩.৩ হস্তশিল্পজাত পণ্যের কাঁচামাল সহজলভ্য করার জন্য বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য, বাঁশ, বেত, নারিকেল, সুপারিগাছ, কচুরিপানা, কলাগাছ, তাল, কাঠ ইত্যাদি উপাদানের বাণিজ্যিক উৎপাদন উৎসাহিত করা হবে;

৮.১৩.৪ বহুমুখী পাটজাত দ্রব্য, বাঁশ, বেত, কচুরীপানা, নারিকেলের ছোবড়াসহ অন্যান্য দেশীয় উপাদান দ্বারা তৈরি মূল্য সংযোজিত পণ্য রপ্তানিকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.১৩.৫ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প উৎপাদন ও রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৮.১৩.৬ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদনে নতুনত্ব ও বৈচিত্রতা আনয়নের জন্য ডিজাইন বা নকশা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হবে। নকশা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৮.১৩.৭ হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির বিষয়ে বহুমাত্রিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৮.১৩.৮ হস্তশিল্পজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ ও সুসংহতকরণের জন্য বিদেশে বিপণন মিশন প্রেরণ, দেশে ও বিদেশে আন্তর্জাতিক মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে;

৮.১৩.৯ One Village One Product এর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সকল উপজেলা, জেলা পর্যায় থেকে জিআই ও প্রসিদ্ধ পণ্য নির্বাচন করে জেলা, উপজেলা, বিভাগ ও ঢাকায় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে;

৮.১৩.১০ হস্তশিল্পজাত পণ্য খাতে নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে ঋণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.১৩.১১ এ সকল হস্তশিল্পজাত পণ্য ও নারী উদ্যোক্তা উৎপাদিত পণ্য অনলাইন তথা ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানি/বিক্রির ব্যবস্থা করা হবে;

৮.১৩.১২ হস্তশিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি, বৈচিত্রকরণে এসএমই ফাউন্ডেশন, জয়িতা ফাউন্ডেশন, জেডিপিসি, ই-ক্যাব ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগ নেয়া হবে।

৮.১৪ অন্যান্য খাত:

৮.১৪.১ স্বর্ণ নীতিমালা-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ মোতাবেক স্বর্ণালঙ্কার, স্বর্ণ কয়েন এবং দেশীয় স্বর্ণ পরিশোধনাগারে উৎপাদিত স্বর্ণবার রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৮.১৪.২ রৌপ্যের অলঙ্কার রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে অলঙ্কার সামগ্রীর কাঁচামাল আমদানির সহায়ক নীতিমালা প্রণয়নসহ এ শিল্পকে উৎসাহিত করা হবে;

৮.১৪.৩ আমদানিকৃত অমসৃণ হীরা প্রক্রিয়াকরণের পর রপ্তানি উৎসাহিত করা হবে;

৮.১৪.৪ ইমিটেশনের গহনা উৎপাদন এবং রপ্তানিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হবে;

৮.১৪.৫ রপ্তানিমুখী সিরামিক শিল্পকে অব্যাহত গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৮.১৪.৬ মানসম্মত অর্গানিক উদ্ভিদজাত পণ্যসহ অর্গানিক প্রোডাক্টস রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হবে;

৮.১৪.৭ সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy) সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মেরিন রিসোর্স হতে সম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে; এবং

৮.১৪.৮ সুনীল অর্থনীতি সংশ্লিষ্ট লজিস্টিকস ও পণ্য/কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ও কর সুবিধা প্রদান ও মেরিন রিসোর্স হতে প্রাপ্ত সম্পদ রপ্তানিতে নীতি সহায়তা প্রদান করা হবে।

নবম অধ্যায়

সেবা খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক পদক্ষেপ

৯.১: সেবা খাতের পরিধি:

সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবা ব্যতীত নিম্নোক্ত সেবাখাতসমূহ জাতীয় রপ্তানি নীতির আওতাভুক্ত হবে:

১. প্রফেশনাল সার্ভিসেস (যেমন-লিগ্যাল, একাউন্টিং, অডিটিং, বুককিপিং, আর্কিটেকচারাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্যাকসেশন ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস, মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল, ভেটেরিনারি, নার্স, মিডয়াইফ, প্যারামেডিক্যাল পার্সনেল, ফিজিওথেরাপিস্ট ও সাইকোথেরাপিস্ট কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবা, অন্যান্য প্রফেশনাল সার্ভিসেস);

২. কম্পিউটার ও সংশ্লিষ্ট সেবা (যেমন-কনসাল্টেনসি সার্ভিস, সফটওয়্যার বাস্তবায়ন, ডেটা প্রসেসিং, ডেটাবেইজ, আইটি ও আইটি এনাবল্ড সার্ভিসেস, বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং ইত্যাদি সেবা);

৩. গবেষণা ও উন্নয়ন সেবা (যেমন-প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক; ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি ইত্যাদি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন সেবা);

৪. রিয়েল এস্টেট সার্ভিসেস;

৫. রেন্টাল ও লিজিং সার্ভিসেস (বিমান, জাহাজ, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ ইত্যাদি);

৬. পোস্টাল ও কুরিয়ার সেবা;

৭. টেলিকমিউনিকেশন সেবা;

৮. অডিও ভিজুয়াল সার্ভিসেস (মোশন পিকচার এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিসেস, মোশন পিকচার প্রজেকশন, রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিস, রেডিও এন্ড টেলিভিশন ট্রান্সমিশন, সাউন্ড রেকর্ডিং ইত্যাদি);

৯. নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সেবা;

১০. অন্যান্য বাণিজ্যিক সেবা (যেমন: বিজ্ঞাপন, বাজার গবেষণা, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, টেকনিক্যাল টেস্টিং, ফটোগ্রাফিক সেবা, প্রিন্টিং, পাবলিশিং, প্যাকেজিং, কনভেনশন সার্ভিসেস, বিল্ডিং-ক্লিনিং সার্ভিস, উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও মেরামত সেবা, শিপিং সেবা ইত্যাদি)।

৯.২ তথ্য প্রযুক্তি সেবা ও পণ্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম:

৯.২.১ তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশে আইসিটি'র সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যসহ সকল ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রম যেগুলোর জন্য সরকারের অনুমতি আবশ্যক সেগুলো পরিচালনায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;

৯.২.২ আইটি খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে যোগাযোগ জোরদারকরাসহ বিদেশে বিপণন কেন্দ্র খোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হবে;

৯.২.৩ সফটওয়্যার উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য দেশে ''আইটি পার্ক'' স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৯.২.৪ ন্যাশনাল আইটি ব্যাক-বোন-এর সাথে সাব-মেরিন ফাইবার অপটিক ক্যাবল সংযোগ, হাই স্পীড ডাটা ট্রান্সমিশন লাইন সহজলভ্য করা এবং আঞ্চলিকভাবে আইটি খাতের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৯.২.৫ আইসিটি বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের মাধ্যমে আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে;

৯.২.৬ আইটি খাতের রপ্তানি প্রসারের জন্য বাংলাদেশের ICT Industry Branding এর লক্ষ্যে ইপিবি ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৯.২.৭ আন্তর্জাতিক ও দর্শনীয় স্থানে আইটি মেলায় সফটওয়্যার প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাওয়া ও ফেরত আনার ব্যাপারে কাস্টমস, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সহায়তা করবে;

৯.২.৮ এলসি এবং চুক্তি সম্পাদনের মত সফটওয়্যার ও আইটি খাতে Confirmed Work Order এর মাধ্যমে ব্যাংক চ্যানেলে আগত বৈদেশিক মুদ্রাকে রপ্তানি আয় হিসেবে গ্রহণ করা হবে;

৯.২.৯ সারাদেশে ইন্টারনেট ব্রড ব্যান্ড সংযোগ নিশ্চিত করা এবং ব্যান্ডউইথ এর মূল্য সারাদেশে যৌক্তিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে;

৯.২.১০ আইসিটি সেক্টরে কর্মরত মিড-লেভেল ম্যানেজমেন্টকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়ার নিমিত্ত সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৯.২.১১ ফ্রিল্যান্সিং খাতে কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে নীতি সুবিধা প্রদান এবং রপ্তানিকৃত সেবা হতে প্রাপ্ত আয় সরাসরি ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনয়নের ক্ষেত্রে উপযোগী ব্যাংকিং পদ্ধতির প্রবর্তন;

৯.২.১২ ডিজিটাল পণ্য ও সেবার আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিতকরণে টেস্টিংল্যাব প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে;

৯.২.১৩ ওয়ারেন্টি ও স্যাম্পল পণ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত ও শুল্ক মুক্ত সুবিধায় বিদেশ থেকে আনা ও পাঠানো নিশ্চিত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৯.৩ রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীতব্য সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ পদক্ষেপসমূহ:

৯.৩.১ অবকাঠামোগত উন্নয়ন:

১. দেশের সর্বত্র (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ব্যতীত) সুলভ মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে;

২. ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানিকে প্রত্যক্ষ রপ্তানি হিসেবে শনাক্ত করে এ ধরনের রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৩. ভার্চুয়াল মার্কেটে সম্পৃক্ত হতে প্রয়োজনীয় টেকনোলজি, লজিস্টিকস ও অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হবে;

৪. ই-কমার্সের মাধ্যমে রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাপ্য/প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য একটি স্বতন্ত্র, কার্যকর এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫. পাঠ্যক্রমে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করার পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজনেস কমিউনিকেশন পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৬. সম্ভাবনাময় রপ্তানি গন্তব্যে বাংলাদেশের সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে এ নীতিমালায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবাখাতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ডিপ্লোমা পর্যায়ের পাঠ্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৭. সম্ভাবনাময় রপ্তানি গন্তব্যে বাংলাদেশের সেবার চাহিদা সৃষ্টি এবং স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে এ নীতিমালায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সেবাখাতসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সাথে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮. Commercial Presence এর মাধ্যমে বিদেশে সেবা রপ্তানির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে অফিস, শাখা বা সাবসিডিয়ারী স্থাপনের মাধ্যমে সেবা সরবরাহের বিষয়ে সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা হবে। এ ধরনের অনুমতি প্রদান করার ক্ষেত্রে কোনো আইনগত বাধা থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

৯. বাংলাদেশের ট্যুরিস্ট ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণ করতে হবে। ট্যুরিস্ট স্পটসমূহে বিদেশিদের জন্য পৃথক জোন রাখা হবে;

১০. বিদেশি পর্যটকদের জন্য অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের মাধ্যম (ট্রেন ও বিমান) এ পৃথক কোটা সংরক্ষণ করা হবে;

১১. বিদেশি শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে উন্নতমানের আবাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯.৩.২ প্রশিক্ষণ:

এ নীতিমালায় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করে দেশের জনশক্তিকে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তর করার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে;

১. এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সেবার পোষক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২. বিশ্ববাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ সকল ইনস্টিটিউটে বিভিন্ন সার্টিফিকেট প্রশিক্ষণ কোর্স এর আয়োজন করা হবে;

৩. দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রশিক্ষণ একাডেমি/ইনস্টিটিউট বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কারিকুলামকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪. প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার ফলে প্রশিক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে যৌক্তিক ক্ষেত্রে ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হবে;

৬. ভাষা শিক্ষা ইন্সটিটিউটসমূহ বাণিজ্যকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাসমূহ (যেমন: ইংরেজি, চাইনিজ মান্ডারিন, ফ্রেন্স, স্প্যানিশ, আরবি ও জাপানি) শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ বিষয়ে বেসরকারি ভাষা শিক্ষা ইনস্টিটিউট স্থাপনে প্রণোদনা প্রদান করা হবে;

৭. বিএফটিআই সেবা খাত সম্পর্কে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিবিধান এর ওপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

৯.৩.৩ সেবার ব্র্যান্ডিং ও বাজার অন্বেষণ:

১. বিশ্ববাজারে বাংলাদেশী সেবার ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার ব্যবস্থা করা হবে;

২. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত/অংশগ্রহণকৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা/এক্সপো ইত্যাদিতে বাংলাদেশী সেবা খাতের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে;

৩. বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক পণ্য খাতের পাশাপাশি সেবা খাতে রপ্তানি উন্নয়নের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হবে;

৪. প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ছাড়াও অনলাইন মার্কেট প্লেস এ জব খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সেবার ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৯.৩.৪ গবেষণা ও উন্নয়ন:

১. বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সহায়তায় আরো বিস্তারিতভাবে সেবা খাতে দেশ ও খাতভিত্তিক আমদানি ও রপ্তানির পরিসংখ্যান প্রণয়ন করবে;

২. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সেবা রপ্তানির পরিসংখ্যান পূর্বের ন্যায় নিজ ওয়েবসাইটে প্রদর্শন অব্যাহত রাখবে;

৩. বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও বিএফটিআই বিভিন্ন সেবা খাতের ওপর সেক্টর স্টাডি পরিচালনা করবে এবং সেবাখাতে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রণয়ন করবে;

৪. দেশে উৎপাদিত সেবার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মসূচিতে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৩.৫ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় পদক্ষেপসমূহ:

১. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

২. সেবাখাতে বাণিজ্যে আরো গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনে একটি "সেবা খাত" বিভাগ স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন সেবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থার আওতায় বিদ্যমান দেশীয় আইন, বিধি-বিধান পর্যালোচনা, বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সেবা খাতের বাংলাদেশের অফেনসিভ ইন্টারেস্ট ও ডিফেন্সিভ ইন্টারেস্ট চিহ্নিতকরণ, সেবা রপ্তানিতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাজের সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৪ সেবা রপ্তানিতে প্রদেয় প্রণোদনাসমূহ:

৯.৪.১ আর্থিক প্রণোদনা;

১. মোড ১ এর মাধ্যমে সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন করা হলে রপ্তানিকারককে ২ শতাংশ প্রণোদনা প্রদান করা হবে;

২. মোড ৪ এর মাধ্যমে সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন করা হলে রপ্তানিকারককে ২.৫ শতাংশ (রেমিটেন্স এর ক্ষেত্রে যে হার প্রযোজ্য) প্রণোদনা প্রদান করা হবে;

৩. ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যসমূহ বাংলাদেশী পতাকাবাহী জাহাজে আমদানি করা হলে উক্ত শিপিং কোম্পানিকে মোট ফ্রেইট চার্জের বিপরীতে প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.৪.২ জাতীয় পর্যায়ের সম্মাননা: জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হবে।

পরিশিষ্ট-১
রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	এইচএস হেডিং
১	(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথা: ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, লুব্রিক্যান্ট অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) ব্যতিরেকে সকল পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য। তবে প্রোডাকশন শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট-এর আওতায় বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক তাদের হিসাবের পেট্রোলিয়াম ও এলএনজি রপ্তানির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।	এইচএস কোড ২৭.১০ হতে ২৭.১৫ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য রপ্তানি নিষিদ্ধ
	(খ) রপ্তানি নিষিদ্ধ ও শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানিযোগ্য পণ্য ব্যতীত ব্যক্তিগত মালামালের অতিরিক্ত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরী ২০০ (দুই শত) মার্কিন ডলার মূল্যমানের পণ্য কোন যাত্রী বিদেশে যাওয়ার সময় একোম্প্যানিড ব্যাগেজে সঙ্গে নিতে পারবেন। এরূপে বিদেশে নেয়া পণ্যের বিপরীতে শুল্ক কর প্রত্যর্পণ/ সমন্বয়, ভর্তুকি ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদানযোগ্য হবে না	নির্দিষ্ট নয়
২	পাটবীজ ও শনবীজ	পাটবীজ ১২.০৯.৯৯ ও শনবীজ ১২.০৭.৯৯
৩	চাল (সরকার হতে সরকার পর্যায়ে চাল এবং সুগন্ধি চাল ব্যতীত) ও সকল প্রকার ডাল (প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত)	চাল ১০.০৬ ও ডাল ০৭.১৩
৪	২০১২ সালের বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন (২০১২ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ২৯ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি- ✓ (ক) বহির্গমন শুল্ক বন্দর ব্যতীত অন্য কোনো পথে; ✓ (খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সাইটিস (CITES) সার্টিফিকেট ব্যতীত; এবং ✓ (গ) লাইসেন্স ব্যতীত কোনো বন্যপ্রাণী বা তার অংশ, ট্রফি, অসম্পূর্ণ ট্রফি, অথবা **তফসিল ৪** এ উল্লিখিত উদ্ভিদ বা তার অংশ বা তা হতে উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানি বা পুনঃরপ্তানি করতে পারবেন না।	নির্দিষ্ট নয়
৫	আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ	৯৩.০১ হতে ৯৩.০৬
৬	তেজস্ক্রিয় পদার্থ	২৮.৪৪

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	এইচএস হেডিং
৭	পুরাতাত্ত্বিক দুর্লভ বস্তু	৯৭.০৫
৮	মনুষ্য কঙ্কাল অথবা মনুষ্য রক্ত দ্বারা উৎপাদিত কোনো সামগ্রী	নির্দিষ্ট নয়
৯	(ক) চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি;	০৩.০৬ এইচএস কোডভুক্ত চিল্ড, হিমায়িত ও প্রক্রিয়াজাত ব্যতীত অন্যান্য চিংড়ি
	(খ) ✓ সকল প্রকার প্রক্রিয়াকৃত ৬১/৭০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের গলদা চিংড়ি (Macrobrachium rosenbergii); ✓ ৭১/৯০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের বাগদা চিংড়ি (Penaeus monodon); ✓ ১০০/২০০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের হরিণা বা খড়খড়ে বা ব্রাউন (Metapenaeus Monoceros) সাগা বা ইয়োলো (Metapenaeus brevicornis) চাকা বা হোয়াইট (Fenneropenaeus indicus) চিংড়ি; ✓ PUD, cooked ব্যতীত সকল প্রকার প্রক্রিয়াকৃত ১০০/২০০ কাউন্ট/ পাউন্ড PUD, cooked ৩০০/৫০০ কাউন্ট/পাউন্ড এর চেয়ে ছোট আকারের বাগতারা বা ক্যাট টাইগার বা রেইনবো (Parapenaeopsis sculptilis) ও চামনা বা রেড টাইগার বা কিড্ডি বা কোরোমান্ডেল (Parapenaeopsis stylifera) চিংড়ি;	
১০	পেঁয়াজ, রসুন এবং আদা	পেঁয়াজ ও রসুন ০৭.০৩ এবং আদা ৯০.১০.১১
১১	বেত, কাঠ ও কাঠের গুড়ি/স্থুল কাষ্ঠ খন্ড (এই সব দ্বারা প্রস্তুতকৃত হস্তশিল্প সামগ্রী ব্যতীত)। তবে বনশিল্প কর্পোরেশন এর রাবার কাঠ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় অবস্থিত ফার্নিচার শিল্পের উপাদান হিসেবে রপ্তানি করা যাবে যা প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত ফার্নিচার শিল্পসমূহকে বর্ণিত কাঠ দিয়ে প্রস্তুতকৃত ফার্নিচার রপ্তানির হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে।	৪৪.০৩
১২	সকল প্রজাতির ব্যাঙ (জীবিত অথবা মৃত) ও ব্যাঙের পা	০১.০৬, ০২.০৮ এবং ০২.১০

পরিশিষ্ট-২

শর্ত সাপেক্ষে রপ্তানি পণ্য তালিকা

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	এইচএস হেডিং
১	সয়াবিন তেল ও পাম অয়েল	সয়াবিন তেল ১৫.০৭ ও পাম অয়েল ১৫.১১
২	ইউরিয়া ফার্টিলাইজার-কাফকো ব্যতীত অন্যান্য ফ্যাক্টরীগুলিতে প্রস্তুতকৃত ইউরিয়া ফার্টিলাইজার শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমতির ভিত্তিতে রপ্তানি করা যাবে।	৩১.০২.১০
৩	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, গান, নাটক, ছায়াছবি, প্রামাণ্য চিত্র ইত্যাদি অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি ফর্মে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে।	নির্দিষ্ট নয়
৪	প্রাকৃতিক গ্যাস উদ্ভূত পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (যথা: ন্যাপথা, ফারনেস অয়েল, বিটুমিন, কনডেনসেট, এমটিটি ও এমএস) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে রপ্তানি করা যাবে। তবে কোন প্রকার শর্ত ব্যতিরেকে লুব্রিকেটিং ওয়েল রপ্তানি করা যাবে এবং এ ক্ষেত্রে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে রপ্তানির পরিমাণ বিষয়ক তথ্য অবগত করতে হবে।	২৭.১০ হতে ২৭.১৫
৫	রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ এর তফসিল ১, ২ ও ৩ এ বর্ণিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি উক্ত আইনের ৯ ধারার বিধান মোতাবেক রপ্তানি নিষিদ্ধ বা রপ্তানিযোগ্য হবে।	এইচএস কোড এর পরিবর্তে Chemical Abstracts Service (CAS) নিবন্ধন নম্বর অনুযায়ী শনাক্তযোগ্য হবে
৬	চিনি	১৭.০১
৭	ইলিশ মাছ	০৩.০২ এইচএস কোডভুক্ত ইলিশ মাছ
৮	সুগন্ধি চাল ("সুগন্ধি চাল" অর্থ কালজিরা, কালজিরা টিপিএল-৬২, চিনিগুড়া, চিনি আতপ, চিনিকানাই, বাদশাভোগ, কাটারীভোগ, মদনভোগ, রাধুনীপাগল, বাঁশফুল, জটাবাঁশফুল, বিন্নাফুল, তুলশীমালা, তুলশী আতপ, তুলশীমনি, মধুমালা, খোরমা, সাককুরখোরমা, নুনিয়া, পশুশাইল, বিআর-৫ (দুলাভোগ), ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৩৭, ব্রিধান-৩৮, ও ব্রিধান-৫০, অন্তর্ভূক্ত হবে এসআরও ১৪৯-আইন/২০১৪ অনুসারে। এছাড়া, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে "সুগন্ধি চাল" হিসেবে ঘোষিত অন্য যে কোন চাল ইহার অন্তর্ভুক্ত হবে)	১০.০৬ এইচএস কোডভুক্ত সুগন্ধিচাল ব্যতীত অন্যান্য চাল রপ্তানি নিষিদ্ধ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	এইচএস হেডিং
৯	মোটা দানার মুগডাল	০৭.১৩ কোডভুক্ত মোটা দানার ডাল এবং প্রক্রিয়াজাত ডাল ব্যতীত অন্যান্য ডাল রপ্তানি নিষিদ্ধ
১০	গবেষণার উদ্দেশ্যে রক্তের প্লাজমা	৩০.০২
১১	বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বা যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত খামারে উৎপাদিত কুমিরের কাঁচা চামড়া ও মাংস পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি/ অনাপত্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় রপ্তানির অনুমতি প্রদান করবে	০২.০৮.৫০
১২	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আওতায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক স্বীকৃত ব্যাটারি রি-সাইক্লিং প্লান্ট হতে উৎপাদিত Re-melted Lead রপ্তানিযোগ্য হবে	৭৮.০১
১৩	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ ও পরবর্তী সংশোধনসমূহ অনুসরণ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে রিকভারি, রিক্লেইমিং বা রিসাইক্লিংকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানিযোগ্য হবে	নির্দিষ্ট নয়
১৪	বন্ডেড ওয়ারহাউস সুবিধার আওতায় আমদানিকৃত চামড়া ইটিপির মাধ্যমে তরল ও কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আওতায় পরিবেশবান্ধব উপায়ে প্রক্রিয়াকরণকরত: পুনঃরপ্তানি করা যাবে।	নির্দিষ্ট নয়
১৫	বালু	২৫.০৫
১৬	কাঁচা, ওয়েট-ব্লু চামড়া কেস-টু-কেস ভিত্তিতে রপ্তানিযোগ্য।	৪১.০১ হতে ৪১.০৩
১৭	বাই ক্যাচ হিসেবে আহরিত Blue Swimming Crab	০৩.০৬

রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা:

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
		বাস্তবায়ন কৌশল		
১.	রপ্তানি পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন, মান যাচাই ও হালাল সার্টিফিকেশনসহ অন্যান্য সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা বিশ্বমানে উন্নীতকরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.২.৮);	২০২৪-জুন/২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
২.	স্ট্যান্ডার্ড ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উন্নত, টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, উচ্চমূল্যের আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী গুনগত মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদন আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি বিধানের সাথে সংগতি রেখে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ (অনু: ২.২.৮);	২০২৪-জুন/২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
৩.	রপ্তানিতে ICT সহ সেবা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান, ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর কৌশল গ্রহণ করে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও গতিশীলতা আনয়নে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন (অনু: ২.২.৯);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ইপিবি, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৪.	নারী উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ ও অগ্রাধিকারমূলক নীতি সুবিধা প্রদান যেমন বন্ধক ছাড়া ঋণ সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা, কম খরচে লাইসেন্স ও সার্টিফিকেশন প্রদান, নারীবান্ধব ব্যাংকিং ব্যবস্থা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ (অনু: ২.২.১০);	২০২৪-জুন/২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, এসএমই ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এফবিসিসিআই, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, উইমেন চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৫.	রপ্তানিমুখীশিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার অর্থনীতি (Circular Economy) এবং টেকসই (Sustainable) উন্নয়নের নীতি-কৌশল গ্রহণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ। এ ধরনের উৎপাদন ও রপ্তানিকে উৎসাহিতকরণ করা হবে (অনু: ২.২.১২);	২০২৪-জুন/২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৬.	দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক বা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনে সংশ্লিষ্ট পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নেগোশিয়েশন সক্ষমতা উন্নয়ন (অনু: ২.৩.২);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, ইপিবি	অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৭.	রপ্তানি বাণিজ্যের টেকসই উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে রপ্তানি সহায়ক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সংগঠন এবং চেম্বারের সাথে কার্যকর যোগসূত্রস্থাপন এবং খাতভিত্তিক সহযোগিতার ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট, কার্যকর এবং সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন (অনু: ২.৩.৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এফবিসিসিআই এবং সংশিল্প চেম্বার ও এসোসিয়েশনসমূহ
৮.	রপ্তানি নীতি ২০২৪-২৭ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হবে (অনু: ২.৩.৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সিসিআইএন্ডই, বিটিটিসি, বিএফটিআই এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা	অর্থ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, এফবিসিসিআই, শিল্প ও বাণিজ্য চেম্বার এবং এসোসিয়েশন

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৯.	রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ এবং বাংলাদেশের পণ্যের ব্র্যান্ডিং এবং উচ্চ মূল্য সংযোজিত রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি খাতের সাথে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বিএসটিআই, বিপিসি, বিটিটিসি, এফবিসিসিআই এবং সংশিল্প চেম্বার ও এসোসিয়েশনসমূহ
১০.	রপ্তানি সম্ভাবনাময় দেশের সাথে Mutual Recognition Agreement (MRA) সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন (অনু: ২.৩.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, এফবিসিসিআই
১১.	রপ্তানি বাজারসমূহের কমপ্লায়েন্স, স্ট্যান্ডার্ড ও প্রযুক্তি, সার্টিফিকেশন এ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত তথ্য, ডকুমেন্টস ও আইনগত চাহিদা, শুল্ক-অশুল্ক কাঠামো, সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তৎসম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য বাংলাদেশি রপ্তানিকারক, বণিক সমিতি, ব্যবসায়ী সংগঠন-কে সরবরাহ করা (অনু: ২.৩.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়	ইপিবি, বিএফটিআই, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বিপিসি
১২.	গ্লোবাল ভ্যালু চেইনে দৃঢ় অবস্থান তৈরির লক্ষ্যে Intermediate Goods উৎপাদন ও রপ্তানিতে নীতি সুবিধা প্রদান (অনু: ২.৩.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বিটাক, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বেজা, বেপজা	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
১৩.	পণ্য পরিচিতি ও নতুন বাজার অন্বেষণে বাংলাদেশি পণ্যের একক মেলা আয়োজন ও আন্তর্জাতিক মেলায় কার্যকরভাবে যোগদান, বাণিজ্য প্রতিনিধি বিনিময়, বিদেশি বাণিজ্য সংগঠন ও চেম্বারের সাথে সমঝোতা স্মারক (অনু: ২.৩.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, দূতাবাসসমূহ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার
১৪.	স্বল্পোন্নত দেশ হতে ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্যের শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা হারানো বা সীমিত হয়ে আসার বাস্তবতাকে সামনে রেখে কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ২.৩.৬);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন ও চেম্বার
	রপ্তানি বহুমুখীকরণ			
১৫.	পণ্যভিত্তিক ও সেবাভিত্তিক বিজনেস প্রমোশন কাউন্সিলের কার্যক্রম গতিশীল ও যুগোপযোগিকরণ (অনু: ৬.১.১);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, খাত সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশন
১৬.	সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও বিশেষ উন্নয়নমূলক খাতসমূহকে প্রদেয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান (অনু: ৬.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
১৭.	পণ্য বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে অন্তঃখাত প্রকল্প গ্রহণ (অনু: ৬.৮);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থবিভাগ, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক পদক্ষেপ				
১৮.	রপ্তানি প্রণোদনা/ভর্তুকি ও অন্যান্য ইনসেনটিভসমূহ-কে ডব্লিউটিও সমর্থিত নীতি সুবিধায় পরিবর্তিতকরণ (অনু: ৭.১);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বিএফটিআই	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এফবিসিসিআই, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
১৯.	WTO এর বিধানের সাথে সংগতি রেখে রপ্তানি সম্ভাবনাময় নতুন পণ্যসমূহের উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক করার নিমিত্ত নগদ সহায়তা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।বর্তমানে প্রদেয় নগদ সহায়তা পণ্যওয়্যারী পর্যালোচনাপূর্বক সংযোজন,বিয়োজন ও যৌক্তিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (অনু: ৭.৩)	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
২০.	সকল রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক/ ইউজেন্স ঋণপত্র খোলার সুবিধা প্রদান করা হবে (অনু: ৭.৭.২);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
২১.	রপ্তানি উন্নয়নের স্বার্থে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে স্বল্প সুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হবে (অনু: ৭.৭.৩);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
২২.	সকল রপ্তানিমুখী শিল্পখাত, আংশিক রপ্তানি খাত, প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এবং রপ্তানি খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ এর আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে Technology Development Fund/ Technology Up gradation Fund (TDF/TUF) ফান্ড হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান (অনু: ৭.৭.৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
২৩.	সকল রপ্তানি শিল্প, রপ্তানি খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি খাত এর অনুকূলে গ্রিন ফান্ড হতে স্বল্প সুদে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান (অনু: ৭.৭.৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার,
২৪.	রপ্তানি ঋণ (অনু: ৭.৮) এ অনুচ্ছেদের অধীন ৭.৮.১ হতে ৭.৮.১২ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, এসএমই ফাউন্ডেশন, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
২৫.	রেয়াতী বীমা প্রিমিয়াম: তৈরি পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিমুখী শিল্পে বিশেষ রেয়াতি হারে অগ্নি ও নৌ বিমার প্রিমিয়াম নির্ধারণসহ তা সহজে দেয়ার ব্যবস্থাকরণ (অনু: ৭.৯)	২০২৪-জুন/২০২৭	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বাংলাদেশ ব্যাংক, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
২৬.	নতুন শিল্পজাত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান (অনু: ৭.১০, ৭.১০.১, ৭.১০.২);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইপিবি, ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
২৭.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য একটি কেন্দ্রীয় বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে (অনু: ৭.১১.৩);	২০২৪-জুন/২০২৭	এসএমই ফাউন্ডেশন, বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিটাক, বাংলাদেশ কম্পিটিশন কমিশন	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
২৮.	রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাস্টমস আইন মতে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্পের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় আংশিক রপ্তানি খাতে First Track Basis এ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে শুল্কবন্ড সুবিধা প্রদানের বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে (অনু: ৭.১১.৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
২৯.	রপ্তানি সহায়ক সার্ভিসের ওপর ভ্যাট প্রত্যর্পণ সহজীকরণ (অনু: ৭.১২):	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডেডো	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
৩০.	রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য সাধারণ সুযোগ-সুবিধা (অনু: ৭.১৩): এ অনুচ্ছেদের অধীন ৭.১৩.১ হতে ৭.১৩.৮ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৩১.	আকাশপথে শাক-সবজিসহ প্লান্ট, ফল-মূল, ফুল ও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত হারে বিমান ভাড়ার সুবিধা প্রদান (অনু: ৭.১৪): এ অনুচ্ছেদের অধীন ৭.১৪.১ হতে ৭.১৪.৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান;	২০২৪-জুন/২০২৭	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেবিচক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিঃ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৩২.	রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদেশি এয়ার-লাইন্স-এর কার্গো সার্ভিস সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য রয়্যালটি প্রত্যাহার (অনু: ৭.১৫):	২০২৪-জুন/২০২৭	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেবিচক, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিঃ,	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৩৩.	রপ্তানিমুখী ছোট ও মাঝারী খামারকে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সুবিধা প্রদান (অনু: ৭.১৬):	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সিসিআইএন্ডই, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৩৪.	বাংলাদেশ মিশনসমূহের মাধ্যমে ইকোনমিক ডিপ্লোমেসি জোরদার ও যুগোপযোগীকরণ (অনু: ৭.১৯.৩);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বেজা, বিডা, বেপজা
৩৫.	বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ (অনু: ৭.২০, ৭.২০.১, ৭.২০.২):	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, বিএফটিআই, ডব্লিউটিও সেল	বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৩৬.	বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, একক দেশীয় প্রদর্শনী ও অন্যান্য বাজার উন্নয়ন কর্মসূচিতে এবং বিদেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বয়ে একক বাণিজ্য মেলা আয়োজনে উৎসাহব্যঞ্জক সুবিধা প্রদান (অনু: ৭.২১, ৭.২১.১):	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৩৭.	বিদেশি ক্রেতাদের সমাগম ও তাদের নিকট রপ্তানি পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোসহ ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য দেশে আন্তর্জাতিক মানের সাধারণ এবং পণ্য ভিত্তিক মেলা আয়োজন (অনু: ৭.২২);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৩৮.	পণ্য জাহাজীকরণ/পরিবহন ব্যবস্থা সহজিকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। কেউ বিমান চার্টার করতে চাইলে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান (অনু: ৭.২৩.১);	২০২৪-জুন/২০২৭	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, শিপিং কর্পোরেশন, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৩৯.	আমদানি ও রপ্তানি পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে শুল্কায়ন সম্পর্কিত সেবাসমূহ দ্রুততর করার নিমিত্ত ওয়ান-স্টপ-ব্যবস্থাসহ অটোমেশন ও আধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার (অনু: ৭.২৩.২);	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্থল ও সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ	সিসিআইএন্ডই, সিএন্ডএফ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৪০.	সমুদ্রপথে পণ্য রপ্তানির জন্য জাহাজীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ পরিপালন (অনু: ৭.২৩.৩);	২০২৪-জুন/২০২৭	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, শিপিং কর্পোরেশন, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ	সিএন্ডএফ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৪১.	সরাসরি বিমান-বুকিং ব্যবস্থা: দেশের উত্তরাঞ্চলসহ অন্যান্য অঞ্চলের টাটকা শাক-সব্জি ও অন্যান্য পচনশীল পণ্য সহজে গন্তব্যস্থলে পৌছানো এবং পণ্যের গুণগতমান অক্ষুণ্ন রাখার সুবিধার্থে রাজশাহী ও সৈয়দপুরসহ সংশ্লিষ্ট সকল অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর থেকে ঐ সকল পণ্যের সরাসরি বুকিং সুবিধা অব্যাহত থাকবে (অনু: ৭.২৪, ৭.২৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিমান বাংলাদেশ এয়ালাইনস লি:	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৪২.	অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান: কম্পোজিট নিট/হোসিয়ারী বস্ত্র ও পোশাক প্রস্তুতকারী ইউনিটগুলোকে অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহিত প্রদান করা হবে। এছাড়া অন্যান্য শিল্পকেও অধিক হারে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান (অনু: ৭.২৬, ৭.২৬.১);	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ বিভাগ	শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বিজিএমইএ, বিকেএইএ, বিটিএমএ, বাংলাদেশ টেরিটাওয়েল এন্ড লিলেন এক্সপোর্টার্স এন্ড ম্যানুফেকটারার্স এসোসিয়েশন (বিটিটিএলএমইএ), সংশ্লিষ্ট, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৪৩.	প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারকের অনুকূলে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকের ন্যায় ডিউটি ড্র-ব্যাকসহ রপ্তানির সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান (অনু: ৭.২৮.১);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৪৪.	প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকগণের মাধ্যমে অর্জিত রপ্তানি আয় পৃথকভাবে প্রদর্শন (অনু: ৭.২৮.২);	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৪৫.	রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল, ফেব্রিক্স, স্যাম্পল আমদানি/প্রেরণের জন্য পোর্টে/বিমানবন্দরে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ/পৃথক উইন্ডো স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্নকরণ (অনু: ৭.২৯.১);	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্থল বন্দর ওসমুদ্র বন্দর কতৃপক্ষ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সিএন্ডএফ, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৪৬.	ঢাকা শহরের বাইরে উপযুক্ত জায়গায় প্রয়োজনের নিরীখে আধুনিক আইসিডি নির্মাণের ব্যবস্থাকরণ (অনু: ৭.২৯.২);	২০২৪-জুন/২০২৭	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪৭.	বিদেশে বিশেষ ধরণের ওয়্যার হাউস স্থাপনসহ ট্রেডিং হাউস, এক্সপোর্ট হাউস, বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন উৎসাহিতকরণ (অনু: ৭.২৯.৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি
৪৮.	Anti-dumping issue তে Cost Accounting Standard নিশ্চিত করা (অনু: ৭.২৯.৬);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
৪৯.	পণ্য ও সেবা খাতভিত্তিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট/কাউন্সিল স্থাপন। বিভিন্ন কলেজ ও ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন কোর্সে রপ্তানি পণ্য ও সেবা খাত উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থাকরণ (অনু: ৭.২৯.৭);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বেসিস, BACCO
৫০.	ডব্লিউটিও-এর নীতিমালায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রদত্ত সুবিধা চিহ্নিতকরণ এবং তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে (অনু: ৭.২৯.৯);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি, ডব্লিউটিও অনুবিভাগ, বিএফটিআই	শিল্প মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৫১.	রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে গুণগতমান অর্জনের জন্য আইএসও ৯০০০ এবং পরিবেশগত বিধি-নিষেধ সংক্রান্ত আইএসও ১৪০০০, খাদ্য নিরাপত্তা (FSMS) সংক্রান্ত আইএসও ২২,০০০ এবং জ্বালানী ও শক্তি সংক্রান্ত আইএসও ৫০০১ অর্জনে উৎসাহ প্রদান (অনু: ৭.২৯.১০);	২০২৪-জুন/২০২৭	শিল্প মন্ত্রণালয়, বিএসটিআই, বিএবি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
৫২.	আমদানি ও রপ্তানি সংক্রান্ত এলসি ও ইএক্সপি ফরমে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অনুসৃত হারমোনাইজড কোড ব্যবহারের লক্ষ্যে রপ্তানি পণ্যের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সম্বলিত কোড ব্যবহার নিশ্চিতকরণ (অনু: ৭.২৯.১১);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
৫৩.	এগ্রো প্রোডাক্টস ও এগ্রো-প্রসেস্ড পণ্যসমূহের রপ্তানির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ পরিবহনের ক্ষেত্রে নৌ-পথ, রেলপথ ও সড়ক পথে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা (অনু: ৭.২৯.১৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	রেলপথ মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, বিআরটিএ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাপা, বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুডস এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন
৫৪.	রপ্তানি বাণিজ্যে লীড টাইম হ্রাস এবং ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত রপ্তানি খাতসমূহের যে সকল এসোসিয়েশনের সক্ষমতা রয়েছে তাদের অনুকূলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে Utilization Declaration (UD) জারির অনুমতি প্রদান (অনু: ৭.২৯.১৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডেডো	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৫৫.	বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা প্রদান এবং শিল্পে নতুন উদ্যোক্তাদের আগমন উৎসাহিতকরণের জন্য একটি কার্যকর, দক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ Exit Policy প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ (অনু: ৭.২৯.১৬)	২০২৪-জুন/২০২৭	অর্থ বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক	সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বার
৫৬.	নৌ, স্থল ও বিমানবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি সময় (Lead Time) হ্রাস করা এবং বন্দরগুলো ব্যবহারের বিভিন্ন ব্যয় হ্রাস করা হবে (অনু: ৭.২৯.২০);	২০২৪-জুন/২০২৭	সিসিআইএন্ডই, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিএসটিআই, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, বেজা, বিডা, বেপজা, মৎস্য অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়
৫৭.	বিনিয়োগকারী ও রপ্তানিকারকদের প্রদেয় সেবায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং তাদের সময় ও অর্থ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে One Stop Shop সুবিধা পূর্ণমাত্রায় চালু করা যেতে পারে। যেখানে, বিনিয়োগকারী ও রপ্তানিকারকদের সকল ডকুমেন্ট ও লাইসেন্স প্রক্রিয়াকরণ এবং অন্যান্য সেবাসমূহ একটি স্থান/Website হতে প্রদান করা হবে (অনু: ৭.২৯.২৫);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	এসএমই ফাউন্ডেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, জননিরাপত্তা বিভাগ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৫৮.	জাতীয় ট্রেড পোর্টালের আওতায় একটি ডাটাব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা (অনু: ৭.২৯.২৬);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	সেবা খাতের রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়ক পদক্ষেপ			
৫৯.	আইটি খাতের রপ্তানি প্রসারের জন্য বাংলাদেশের ICT Industry Branding এর লক্ষ্যে ইপিবি ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে (অনু: ৯.২.৬);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ, ইপিবি BASIS, BACCO, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৬০.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত/অংশগ্রহণকৃত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা/এক্সপো ইত্যাদিতে বাংলাদেশী সেবা খাতের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে (অনু: ৯.৩.৩);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	আইসিটি বিভাগ, ইপিবি, BASIS, BACCO, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ
৬১.	বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন ও বিএফটিআই বিভিন্ন সেবা খাতের ওপর সেক্টর স্টাডি পরিচালনা করবে এবং সেবাখাতে রপ্তানির সুযোগ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রণয়ন করবে (অনু: ৯.৩.৪);	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, BTC, BFTI	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ, BTC, BFTI, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

ক্রম	কার্যাবলি	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়ন সহযোগী
৬২.	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সেবা খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি সমন্বিত 'প্ল্যান অব এ্যাকশন' প্রণয়ন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে (অনু: ৯.৩.৫)।	২০২৪-জুন/২০২৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ইপিবি	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, BASIS, BACCO, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠন ও চেম্বারসমূহ

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd